355

কমলা।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

বিলাসপুর গ্রামে রামধন চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ভদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি ধনীও ছিলেন না, নির্ধনও ছিলেন না, তাঁহার কিছুর অভাবও হইত না, অথচ কিছুই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না, তাঁহার দশ বার হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, তাহার আয়ে এক রকমে পল্লীগ্রামে ভদ্র লোক সাজিয়া কাটাইতেন। কোম্পানির কাগজ ছাড়া যে রামধনের আর কিছুই ছিল না তাহা নহে, পল্লীগ্রামের সামান্য গৃহস্থদিগের যেরূপ সামান্য স্থাবর সম্পত্তি থাকে, রামধনেরও তাহা ছিল।

রামধনের বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চাশৎবর্ষ, দেখিতে খর্ব্বাকৃতি—গৌরবর্ণ। তাঁহার স্ত্রীর নাম শ্যামমোহিনী, শ্যামমোহিনীর বয়ঃক্রমও চত্বারিংশ বর্ষের ন্যূন নহে। তাঁহাকে দেখিলে অন্ততঃ চল্লিশ অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসর ন্যূনবয়স্কা বলিয়া বোধ হয়। আমরা শ্যামমোহিনীর রূপ সম্বন্ধে অধিক কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না, বাঙ্গালি রমণীগণের যৌবন আজ কাল অতি অল্পবয়স হইতে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, সে সম্বন্ধে চত্বারিংশবর্ষীয়া শ্যামমোহিনীর আর রূপের কথা কি বলিব? যাহাই হউক, এ বয়সে যদিও যৌবনের সে মধুময় লাবণ্য নাই, সে মনমুগ্ধকরী মোহিনী শক্তি নাই, তথাপি শ্যামমোহিনীর অঙ্গে এখনও সে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের চিহ্নগুলি রহিয়াছে। বুঝি সে চিহ্ন-গুলি যাইয়াও যায় না, ভুলিয়াও ভুলে না, যাহাই হউক, যৌবনকালে শ্যামমোহিনী যে অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বর্ণিত দম্পতি-প্রণয়পুষ্প একটীমাত্র ফলে পরিণত হইয়াছিল।

শ্যামমোহিনীকে সকলেই বন্ধ্যা বলিয়া জানিত, পরে অনেক বয়সে অনেক দেব দেবীর আরাধনায় এবং সন্তান-উদ্দেশে অনেকপ্রকার দৈবানুষ্ঠানে,—দৈবানুগ্রহে কি না তাহা আমরা জানি না,—শ্যামমোহিনী একটী কন্যারত্ন লাভ করিলেন, কন্যাটীর নাম কমলা, কমলা বহুদিন সন্তান

দিলেন, কমলা বিবাহ বাটীতে যাইবে। কমলা একখানি বেনারসী কাপড় পরিয়া মুকুরে আপন মুখ দেখিল। মুখ দেখিতে দেখিতে বলিল "মা! কাঁচ পোকার টিপ পরিয়ে দেনা।" কমলার মাতা তাহাই করিলেন। কমলা আবার বলিল "মা! আমায় সিন্দুর পরিয়ে দিলি না, তুই যে বল্‌তিস্‌ সিন্দুর পর্‌লে আমায় বেশ দেখায়।" কমলার মাতা তাহার কোন উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কমলাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কমলা ক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিল না, অবাক্‌ হইল।

ক্ষণেক পরে কমলা বিবাহবাটীতে গেল, সেখানে কমলার মহা আনন্দ—পান সাজিতেছে, কাহার ছেলে কোলে করিতেছে, কাহার গায় চুনেহলুদ দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। কমলা মহাব্যস্ত, কমলার মহা আনন্দ—এমন সময়ে বর আসিল, সকলে বর দেখিতে গেল, ক্রমে বিবাহের সময় উপস্থিত। ছান্‌লাতলায় বর দণ্ডায়মান, বরণ হইবে সধবা স্ত্রীলোকেরা বরণ ডালা মাথায় করিল, কমলা বরণডালা মাথায় করিতে উদ্যত। হরিদাসীর মাতা বলিলেন "কমলা, তুই বরণ ডালা ছুঁস্‌নে।" কমলা কিছু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খুড়িমা?" কমলা তাহাকে গ্রামসম্পর্কে "খুড়িমা" বলিয়া ডাকিত।

হরিদাসীর মাতা বলিলেন “ ও সব সধবায় ছোঁয়, তুমি বিধবা হও তোমায় ছুঁতে নাই ! ” কমলা কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। কমলার চক্ষে জল আসিল। স্বামীর জন্য নহে, স্বামী কি কমলা তাহা এখনও জানে না, বরণডালা ছুঁইতে পাইল না ইহাই দুঃখ।

কমলা আর সেখানে অধিকক্ষণ রহিল না, বাটীতে গেল, শ্যামমোহিনী বলিলেন “ কমলা এখনি যে এলি ? ” কমলা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল “ মা আমায় কেউ বরণ ডালা মাথায় কর্‌তে দিলে না। ”

শ্যামমোহিনী সজলচক্ষে বলিলেন “ আর সেখানে যায় না, রাত হয়েছে ঘুমোও। ”

কমলা। আর যাবনা মা ?

শ্যামমোহিনী। না।

কমলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাতার নিকট শয়ন করিল। শ্যামমোহিনী সমস্ত রাত্রি কাঁদিলেন। একবার কমলা জিজ্ঞাসা করিল “ মা কাঁদ্‌ছ কেন ? ”

শ্যামমোহিনী। না মা, কাঁদিনি তুমি ঘুমোও।

কমলা ঘুমাইল।

আর একদিন হরিদাসীর মাতা হরিদাসীর চুল বাঁধিয়া দিলে, কমলা বলিল “ দেখ খুড়িমা আমি সিন্দুর পর্‌তে

চাইলে মা কাঁদে, তুমি ত আমার সইকে সিন্দূর পরিয়ে দাও।”

হরিদাসীর মাতা রাগ করিলেন, কমলা রাগের কারণ বুঝিল না, কিন্তু বড় দুঃখিত হইল। কমলা সে কথাটীও তাহার মাতাকে বলিল, শ্যামমোহিনীর হৃদয়ে কে যেন দগ্ধ লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিল, —মনে মনে বলিলেন “ভগবান্ তোমার মনে কি এই ছিল, দেব! আমার ইহ সংসারে যা হবার তা হয়েছে, আর কেন, তোমার চরণ তলে স্থান দাও, সংসারের এ অসহ্য দাহন হতে অব্যাহতি পাই। ভগবান্, তোমার কাছে কত কাকুতি মিনতি করে একটী সন্তান প্রার্থনা করি, তা যদি মুখ তুলে চাইলে, তবে সুখী কর্‌লে না কেন? তুমি ত অন্তর্য্যামী যদি সুখ পাবনা জান, তবে কেন কন্যারত্ন দিলে? সে যা হোক্, এখন ত সে সব সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গেছে, তবে আর কেন দগ্ধ কর?” শ্যামমোহিনী এইরূপে কতই কাঁদিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——ঃ÷ঃ——

সখী-সমিপে।

এখন কমলার বয়ঃক্রেম চতুর্দ্দশ বৎসর, কমলা এখন দিবানিশি বিমর্ষ। সেই হাসি হাসি মুখ হইতে কে যেন জোর করিয়া হাসি কাড়িয়া লইয়াছে। সেই সুটানা নয়ন দুটীকে কে যেন জলে ডুবাইয়াছে। সেই সুবর্ন লাবণ্য ছটাতে কে যেন কালিমা অর্পণ করিয়াছে। কিন্তু কে জানে কেন এ বিষাদ কাননে যৌবন ফুল ফুটিল। কমলার এ যাতনা যৌবন বুঝিল না, সেই ঊষার ক্ষেত্রে সে তাহার রাজত্ব বিস্তার করিতে লাগিল। যে সকল দেহায়তন ক্ষীণ ও অপুষ্ট ছিল, তাহা সরস ও পুষ্টিবান হইয়া উঠিল। কমলার অঙ্গে মদনের অপরূপ রাজ্যাধিকারের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইল। কমলার কোন যত্ন নাই, তথাপি তাহার যৌবন কাননে নিত্য নিত্য নবীন ফুল ফুটে, তাহার সৌরভে দিক্ আমোদিত করে।

কমলা একদিন সন্ধ্যাসমাগমে তাহার প্রিয়সখী হরিদাসীর সহিত তাহাদের বাটীর পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীতে অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছিল। উভয়ে অনেকক্ষণ জলক্রীড়া

করিল। অনেকক্ষণ সেই আবক্ষ নিমর্জ্জিতা রমণীদ্বয় পুষ্করিণী আলো করিয়া রহিল।

ক্ষণেক পরে হরিদাসী কহিল " ভাই ! এমন সোনার প্রতিমা বিধাতা কেন সৃজন কর্‌লেন ? "

কমলা। অন্তর্দাহ সহ্য কর্‌তে।

হরিদাসী। দেখ্ কমলা, তোকে দেখ্‌লে আমার বুকটো ফেটে যায়, দেখ ভাই এই পুকুরজলে রয়েছিস্, বোধ হচ্চে জলের কালরং যেন তোর রঙ্গে আর নেই, আহা তোর যদি তখন বিয়ে না হ'ত, তা হ'লে বিধবা হতিস্‌নে। এ জীবনটা মিছে গেল, কোন সুখ পেলিনে। সব যেন স্বপন, যেন ভাই পুতুলের খেলা হয়ে গেল।

কমলা। শুনেছি ঈশ্বর দয়াময়, কিন্তু তিনি দয়াময় হয়ে কেন আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা কর্‌লেন ! বয়ে পড়ি— পতিপ্রেম, কিন্তু পতিপ্রেম জানা দূরে থাকুক, পতিমুখ দেখেছি কিনা স্মরণ হয় না।

হরিদাসী। আহা, তোর যদি তখন বিয়ে না হয়ে এখন আমাদের প্যারীদাদার সঙ্গে বিয়ে হ'ত তা হ'লে তুই কত সুখী হতিস্।

কমলার কপোলে, অধরে রক্তের সঞ্চার হইল, কমলা নিরুত্তর।

প্যারী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আমরা পরে করিব।

হরিদাসী। না কমলা, আমার কাছে লুকুস্‌নে, আমার কাছে লজ্জা কি? তুই প্যারীকে ভালবাসিস্‌ না। আমি দেখেছি, তুই প্যারীকে দেখ্‌তে আকুল হোশ্‌, প্যারীকে দেখ্‌লে ভাল থাকিস্‌, আড়াল থেকে যেন অন্য কিছু দেখ্‌ছিস্‌ এই ভাবে তাকে উঁকি মেরে দেখিস্‌।

কমলা। দেখ্‌ ভাই, প্যারীর মা বাপ্‌ নাই, আমাদের বাটীতে ছেলে বেলা থেকে আছে, কে জানে সেই জন্যে তার উপর কেমন একপ্রকার ভালবাসা জন্মেছে।

হরিদাসী। আচ্ছা প্যারীর সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখী হত্তিস্‌ কিনা বল দেখি?

কমলা। তা কি করে বল্‌ব?

হরিদাসী। আজ কাল বিধবা বিবাহ নিয়ে যে হুলুস্থুল পড়েছে, এই সময়ে যদি তোর বাপ্‌ প্যারীর সঙ্গে তোর বিয়ে দেন?

কমলা সে কথায় কাণ না দিয়া আপন অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

হরিদাসী বলিল "বল্‌না?"

কমলা বলিল "আর জলে মাতেনা ওঠ—"

হরিদাসী দেখিল কমলার চক্ষু ছল ছল করিতেছে, সুতরাং হরিদাসী সে কথা স্থগিত রাখিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে জল হইতে উঠিল। বসন্তকাল,

দক্ষিণদিক্ হইতে মলয়ানিল মৃদুমন্দ বাহিত হইতেছিল। একবার জোরে বাতাস বহিল, কমলার দেহ কণ্টকিত হইল, সেই সঙ্গে পুষ্করিণীর জলও কণ্টকিত হইল। সেই জনশূন্য স্থানে অসঙ্কুচিত চিত্তে রমণীদ্বয় অঙ্গ মুছিতে লাগিল। মৃদু পবন তাহাদিগের সুকোমল অঙ্গে উৎসাহ সহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যাকাল, সূর্য্যদেব যেন তাহাদের ছাড়িয়া আর যাইতে চান না। অগত্যা তিনি অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিলেন। অপরদিকে সেই শোভা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যেন শশধর বিমান পথের পথিক হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

-০×০-

সুখ স্বপ্ন।

কমলা ও হরিদাসী গাত্র মার্জ্জনান্তর বসন পরিবর্ত্তন করিয়া সেই কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে হস্ত সংস্থাপন করিয়াছে, যেন দুইটী রূপের তরঙ্গ একই স্থানে প্রতিঘাত হইতেছে। দুইটিই সুন্দরী, দুইটিই সমবয়স্কা। এ যুগলরূপ দেখিলে

দর্শককে প্রকৃতই বিষম সমস্যায় পতিত হইতে হয়। কোনটীকে দেখিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। কমলার শরচ্চন্দ্র জ্যোৎস্নাময়ী রূপলাবণ্য দেখিবেন, কি হরিদাসীর নিরূপম শ্যামবরণের ছটা দেখিবেন। উভয়েরই চক্ষু ঢল ঢল করিতেছে, একটীতে যেন বিদ্যুৎ মেঘ ছাড়িয়া চাঁদে মিশিয়াছে, আর একটীতে মনোরম নবঘনে স্থিরা সৌদামিনী ; একটী আরে বস্‌রাই গোলাপের সৌন্দর্য্য, আর একটীতে ব্ল্যাকপ্রিন্স।

কমলা নানা ফুল তুলিয়া হরিদাসীকে পুষ্পাভরণে সজ্জিতা করিল। কুসুমভূষণে হরিদাসীর রূপলাবণ্য যেন দ্বিগুণিত হইল। একটী বড় গোলাপ তুলিয়া বলিল "দেখ্ সই এই গোলাপটী দিয়ে তোর স্বামীর পা পূজা করিস্।

হরিদাসী কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া সেই ফুলটী ছুড়িয়া কমলাকে মারিল।

কমলা। আমায় মারিস্ কেন ?

হরিদাসী। অমন কথা বল্‌লি কেন ?

কমলা। আমি কি অন্যায় বলিছি।

হরিদাসী। সব্বাই পূজই করে কিনা।

কমলা গোলাপটিকে নখদ্বারা ছিন্ন করিল।

হরিদাসী। ফুল ছিড়্‌লি যে ?

কমলা। ও ফুল জ্বলে গেছে।

হরিদাসী। কেন ?

কমলা। আমার গায়ের আগুণে।

হরিদাসী দেখিল কমলার হৃদয় আবার বিচলিত হইয়াছে। তখন নানা কথায় কমলাকে অন্যমনস্কা করিতে চেষ্টা করিল, কমলার হৃদয় ক্ষণেক পরে কথঞ্চিৎ স্থির হইল, কিন্তু সে বিষাদ তিরোহিত হইল না। অনেকক্ষণ নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর হরিদাসী বলিল "চল বাড়ি যাই।"

কমলা। এখনি!—আমি জ্যোৎস্নারাত্রে এখানে অনেকক্ষণ থাকি। আজ এখন যাবনা।

হরিদাসী। তবে আমি যাই।

কমলা। কেন লো গরহাজির দেখে রাগ কর্‌বে নাকি ?

হরিদাসী হাসিতে হাসিতে বলিল "কি কর্‌ব ভাই যার খেতে হয়, তার ডুটকথাও শুন্‌তে হয়, মনও যোগাতে হয়।

হরিদাসী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। তখন কমলা একাকিনী সেই উদ্যানে আপন রূপের বিভায় চারিদিক সুশোভিত করিয়া একটী গোলাপ তরু সন্নিকটে দাঁড়াইল। তাহাতে একটী বেশ বড় গোলাপ ফুটিয়া ছিল।

কমলা তাহা ছিঁড়িল, একবার আঘ্রাণ করিল। আবার সজলনয়নে ফেলিয়া দিল, বলিল "না ফুল তোরে কাজ নাই, যার হাতে দিয়া সুখী হ'তে পারি তাকে ত দিতে পার্‌ব না।" আবার ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইল, পরে বলিল "বিধাতঃ! একি করিলে?—বিধবা করিলে কিন্তু সেই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিলে না, যদি করিবে না জান তবে শ্রুতি দিয়া শ্রবণ শক্তি দাও না কেন? পিপাসা আছে পানীয় নাই কেন? না না বিধি তোমার দোষ নাই, আমার কপাল; ওঃ প্যারি! কেন তোমায় ভালবাসি, কেন তোমায় দেখে সুখী হই।"—কমলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কি চিন্তা করিল, তাহার চক্ষে বেগে জল আসিল, কমলা চক্ষু মুছিয়া বলিল "জগদীশ্বর আমি বিধবা, আমার হৃদয়ে এ কুপ্রবৃত্তি কেন, এরূপ আশার সঞ্চার কেন? এ বালিকা হৃদয়ে এ অসহ্য যন্ত্রণা কেন?"

এমত সময়ে সহসা তথায় প্যারী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্যারী কমলার দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব পুত্র। প্যারীর পিতা মাতার মৃত্যুর পর রামধন তাহাকে আপন গৃহে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। প্যারী যখন রামধন গৃহে আসে তখন তাহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র। প্যারী রামধন ও তাঁহার স্ত্রী শ্যামমোহিনীকে

বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। আজি সে প্রায় ষোড়শ বৎসর রামধন গৃহে প্রতিপালিত। প্যারীর এখন যৌবন-কাল, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মধ্যাকৃতি, নাসিকাটী বেশ উন্নত, অঙ্গায়তন মন্দ নয়। প্যারীকে দেখিয়া কমলা কিছু লজ্জিতা হইল। প্যারী কমলার পদতল সম্মুখে যে প্রস্ফুটীত গোলাপটী পতিত ছিল, তাহা কুড়াইয়া লইল এবং কমলার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল "কমলা! গোলাপটী কাকে দিতে ইচ্ছা হয়?"

কমলা অধোবদনে বলিল "না—আ—"

আর কথা ফুটিল না।

প্যারী কমলার হাত ধরিয়া বলিল "কমল বল।"

কমলা কাঁদিতে লাগিল। সেই নলিনীনয়ন অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। প্যারী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল "আমি কি স্বপ্নে বিশ্বাস করিতেছি, না প্রত্যক্ষ ঘটনা, কমলা—"

প্যারী একবার কমলার মুখপ্রতি চাহিল, চক্ষে জল আসিল, একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া চকিৎভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিল। কমলা চিত্রার্পিত পুত্তলিকা-বৎ দণ্ডায়মানা রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

আশার শেষ।

কমলা ক্ষণেক সেই স্থানে বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে তথা হইতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কমলা গৃহে যাইয়া দেখিল শ্যামমোহিনী নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। শ্যামমোহিনী কমলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কমলা! এতক্ষণ কোথা ছিলি মা ?"

কমলা। পুকুর ধারে।

শ্যামমোহিনী দেখিলেন কমলার চক্ষু ফুলিয়াছে, রক্তাভ হইয়াছে, বুঝিলেন কমলা কাঁদিয়াছে। কমলাকে অন্যমনস্কা করিবার জন্য কহিলেন "আমি কি একলা এত কাজ কর্‌তে পারি, একবার এ দিকে আয় না।"

কমলা মাতার কার্য্যে যোগ দিল, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসিল "হ্যাঁ মা কে এসেছে গা, এত আহারের উদ্যোগ কার জন্যে কচ্চিস্ ?"

শ্যাম। তোমার বাপের একজন বন্ধু, বাড়ী কল্‌কাতা

ভারি বড়মানুষ, এই দিকে কোথা যাচ্ছিলেন তাই দেখা করতে এসেছেন।

কমলা বলিল " আমি দেখে আসি "

শ্যামমোহিনী। এস।

কমলা রন্ধনশালা ত্যাগ করিয়া চলিল। যে গৃহে কমলার পিতা বসিতেন, তাহার উত্তর দিকে একটী দ্বার ছিল, সে দ্বারটি বদ্ধ থাকিত, কমলা সেই দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল যে অপরিচিত বাবুটী তাহার পিতার দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তাঁহার প্রকৃতি শান্ত অথচ গম্ভীর। বয়ঃক্রম চত্বারিংশ বর্ষ কি কিছু অধিক, কিন্তু মস্তকের কেশ এক গাছিও পাকে নাই। কমলা যে সময়ে উপস্থিত হইল সে সময়ে কমলার পিতার সহিত আগন্তুক বাবুটীর এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল।

বাবু। তাইত তোমার কন্যা বালবিধবা হয়েছেন শুনে যারপর নাই দুঃখিত হইলাম।

রাম। ঈশ্বরের ভবিতব্যতা, হাত ত নাই।

বাবু। কিন্তু ভাই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব করেছেন সেটী ভারি উত্তম।

রাম। যদি চলে।

বাবু। চালালেই চলে।

রাম। কিন্তু এখনও চলেনি ত ?

বাবু। কেন চল্‌বে না, ঢুই একটী বিবাহ প্রায়ই হচ্চে।

রামধন মৃদু হাসিয়া কহিলেন “ কোথায় ? ”

বাবু। তবে তুমি কোন সংবাদই রাখনা।

রাম। তা হ’তে পারে।

বাবু। ভাই রাগ করনা, আমার মতে তোমার মেয়েটীর বিবাহ দেওয়া উচিত, আহা মানুষের শরীর ত, তারা যে কত কষ্টে নৈশর্গিক বিকার দমন করে, তা তারাই জানে, দিবানিশি তাদের মলিন বদন। বাপ মা হয়ে উপায় থাক্‌তে ননীরপুত্তলী গুলিকে এরূপ ক্লেশ দেওয়া আমার মতে সম্পূর্ণ অনুচিত।

রাম। তা হ’লে সমাজ ছাড়্‌তে হয়।

বাবু। সমাজ কি, যা পাঁচজনে কর্‌বে তাইত সমাজ, একজন একজন করে কতজন করবে, তার পর তাই সমাজ হবে।

রাম। তা বটে কিন্তু অগ্রে করে কে ?

বাবু। যার দরকার সেই কর্‌বে, তোমার দরকার তুমিই কর।

রামধন মৃদু হাসিয়া কহিলেন “ না, আমার তত আবশ্যক নাই। ”

বাবু। কেন ?

রাম। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, তাদের প্রবৃত্তি হবে কেন?

বাবু। বটে! এতক্ষণে এই হ'ল, কিন্তু ভ্রূণহত্যা হয় কেন ?

রামধন হাসিয়া কহিলেন "সে সব আমাদের ঘরে নয়, নীচ জাতীর বাড়িতে হয়।

বাবু। ঈশ্বর করুন তোমার কোন কিছু না হোক্, কিন্তু ভাই তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিবান্ ও বিবেচক হয়ে কি করে এমন কথা বল্‌লে তা তুমিই জান, আর—

রামধন বিরক্তি সহকারে বলিলেন "ও কথা চুলয় জাগ্‌গে, চল তোমাকে আমাদের গ্রাম দেখাইয়া আনি।"

বাবুটী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "চল।"

কমলাও সেই দ্বারের অন্তরাল হইতে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, চক্ষু বহিয়া জল পড়িল। কমলা শশব্যস্তে তাহা মুছিয়া ফেলিল। এমত সময়ে কমলার পশ্চাৎ হইতে কে বলিল "কমলা শুনিলে।"

কমলা চমকিয়া উঠিল, দেখিল—প্যারী! প্যারী আর কোন কথাই কহিল না, কমলার প্রতি একটী

বিলাপসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরিদাসী ও ভগবতী।

বসন্ত কাল, দক্ষিণদিক্ হইতে মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছিল। রাত্রি প্রায় দশটা, আকাশ নির্ম্মল, তায় পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ,—পল্লী নীরব। এমত সময়ে হরিদাসী তাহাদের দ্বিতলের দক্ষিণদিকস্থ একটী কক্ষ্যে স্বামীসহ আসীনা। হরিদাসীর স্বামীর নাম ভগবতীচরণ, ভগবতী কালেজের ছাত্র, ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়েন, কিন্তু জ্ঞান বিদ্যা ও বহুদর্শিতয়া, অনেক এমএ অপেক্ষা উন্নত।

ভগবতী হরিদাসীকে ভালবাসেন। সচরাচর স্বামীগণ স্ত্রীকে যতটুকু ভালবাসে ভগবতী তাহা অপেক্ষা হরিদাসীকে অধিক ভালবাসেন। পাঠ্যাবস্থা বলিয়া ভগবতীকে স্ত্রী ছাড়িয়া সহরে থাকিতে হয়, কিন্তু সেখানে হরিদাসীর পত্র আসিতে দুই এক দিন বিলম্ব হইলে ভগবতী আকুল হইয়া উঠেন, কবিতা লেখেন, ও বন্ধু

বান্ধবের নিকট চিত্ত-চাঞ্চল্য জানাইয়া আপন প্রণয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করেন। সংক্ষেপে তিনি আধুনিক যুবক দিগের অনেক ভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

আজি তিনি দিবস হরিদাসীর স্বামী তাঁহার শ্বশুরালয়ে সমাগত। হরিদাসীর আহ্লাদের পরিসীমা নাই। এই সুখদ নিশিতে দম্পতীদ্বয় কত প্রকার কথা বার্ত্তা করিতেছিল। দক্ষিণদিকের বাতায়ন উন্মুক্ত। হরিদাসীর মুখখানি হাসি ভরা; একে জ্যোৎস্না রজনী, তায় বসন্তকাল, তায় আবার ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস বহিতে-ছিল, বলা বাহুল্য যে আজি হরিদাসীর এ আনন্দ ধরিতেছিল না। বিশেষতঃ হরিদাসী অতি অল্পদিন মাত্র স্বামী পাইয়াছে, এখন তাহার ইচ্ছা যে ভগবতীকে একদণ্ড চক্ষুর অন্তরাল করে না, কিন্তু আশার পরিতৃপ্তি নাই, সততই বলে " নয়ন না তিরপিত ভেল। "

হরিদাসী ভগবতীর দুই স্কন্ধে দুটি হস্ত প্রসারণ করিয়া সহাস্যবদনে তাহার বদন প্রতি চাহিল। ভগবতী মধুর হাস্যসহকারে হরিদাসীর দুই গণ্ডে দুটি হস্ত প্রদান করিয়া সেই সুকুমার অধরে আপন অধর সংযুক্ত করিলেন। হরিদাসী তাহার চক্ষুদ্বয় নিমিলিত করিল, মনে হইল, এ চুম্বনেও পরিতৃপ্তি নাই, ইচ্ছা করে " বৎসরেক থাকি পড়ে প্রত্যেক চুম্বনে। "

ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "হরি! আজ্ যে তোমার সইকে দেখিনি ?"

তখন হরিদাসীর হৃদয়ে কমলার অপূর্ব্ব ছবি উদিত হইল। মনে মনে ঈশ্বরকে বলিল "ভগবান্ দেখিও, যেন অধিনীকে এ সুখ হইতে বঞ্চিত করিও না" ক্রমে আপনার সুখের সহিত কমলার দুঃখের তুলনা আপনা হইতে হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। হরিদাসীর চক্ষে জল আসিল।

ভগবতী। তুমি কাঁদ্‌চ ?

হরিদাসী। হ্যাঁ।

ভগবতী। কেন ?

হরিদাসী। সইয়ের কথা মনে হ'ল আর প্রাণ কেমন করে উঠ্‌ল, সই যখন আমার কাছে তার জীবনের অসারতা প্রকাশ করে দুঃখ করে, তখন আমার প্রাণ ফেটে যায়! বড় কষ্ট হয়। সে দিন কে একজন বাবু সইয়ের বাবাকে বিধবা বিবাহ মতে সইয়ের বিয়ে দিতে বলেছিলেন, তাতে তিনি বাবুটীর উপর ভারি রাগ করেছিলেন। আহা! সইয়ের বাপ্ যদি প্যারীর সঙ্গে সইয়ের বিয়ে দিতেন, তা হলে সে বড় সুখী হত। তা তিনি দিবেন কেন, তাঁকে ত ভুগ্‌তে হয় না! আচ্ছা ভাই জিজ্ঞাসা করি পুরুষরা এত স্বার্থপর কেন ?

তারা স্ত্রী মরার পর বিয়েকরা চুলয় যাগ, স্ত্রী থাকতে কত গণ্ডা বিবাহ করে, তাতে দোষ নাই, কিন্তু একজন কচিমেয়ে যদি কচিবয়সে বিয়ে করে সুখী হয় তা হতে দেবে না!

ভগবতী হাসিয়া বলিলেন "আমি কিন্তু স্বার্থপর নই, আমি তোমায় বলে যাচ্ছি যে আমি মলে তুমি ফের বিয়ে কর।"

হরিদাসী। না ভাই তোমার পায় পড়ি আমায় ও সব ঠাট্টা করনা, আমার ও সকল ভাল লাগে না।

ভগবতী আহ্লাদ সহকারে "ভাল লাগে না" বলিয়া আবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "হরিদাসি! তুমি কি বিধবা বিবাহকে ভাল বল?"

হরিদাসী। সম্পূর্ণ বলি—বিশেষতঃ যারা সইয়ের মত বিধবা।

ভগবতী। এমন দিন হবে যে দিন ভারতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হবে, কিন্তু তার এখনও বিলম্ব আছে।

হরিদাসী। তবু কত দিন?

ভগবতী। আমাদের নাতিদের আমল থেকে।

হরিদাসী। কিসে?

ভগবতী। আমাদের মত থাকলেও, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়ের মতাভাবে আমরা তা করতে পারি না, আমাদের

ছেলেরা আমাদের চেয়ে সাহস পাবে, নাতিরা সাহস কর্‌বে। আমরা যে এক টিকিওয়ালা সমাজের দায় ব্যতিব্যস্ত, যতদিন না টিকি গুলো কাটা যাচ্চে, ততদিন আর উপায় নাই।

হরিদাসী। কেন, তুমি সাহস কর না ?

ভগবতী। আমি একা কর্‌লে কি হবে।

হরিদাসী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, ভগবতী নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। এই নিস্তব্ধ রজনীতে যে দুইটিতে কমলার জন্য রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, তাহারাও নীরব হইল, ঘোর নিস্তব্ধতা মেদিনী গ্রাস করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০×০—

অবলার প্রাণ।

আমাদের চিরদুঃখিনী কমলা দিন দিন প্যারীকে ভাল-বাসিতে লাগিল। প্রথমে পিতামাতার ভয়, লোক লজ্জা প্রভৃতি কতই মনে উদিত হইতে লাগিল, ক্রমে কমলার হৃদয়ে বিবেচনার যে ওতপ্রোত ভাব ক্রীড়া করিতেছিল,

তাহা মন্দিভূত হইল। জোয়ার ভাঁটা গেল, একটানা আরম্ভ হইল ; প্যারীর প্রতি ভালবাসাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র চিন্তা, ও একমাত্র কল্পনা হইয়া উঠিল। কমলা মনে মনে প্রাণে প্রাণে প্যারীকে প্রাণ দিল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করিতে পারিল না। ভালবাসিল, মানসিক আসক্তি জন্মিল, কিন্তু আসক্তির পরিতৃপ্তি হইল না, কেন হইল না ?—কারণ তখনও কমলার মানসিক তেজ ছিল, দর্প ছিল, আত্মার উপর ক্ষমতা বিস্তারের উপায় ছিল।

সন্ধ্যাকাল, কমলা পূর্ব্ব অভ্যাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া আজিও সেই সরোবর-তীরে উপস্থিত। এই প্রফুল্ল যৌবনকালে, কমলা একাকিনী সেই জনশূন্য স্থানে উপস্থিত। একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া একটী লতাবৃতিপূর্ণ স্থানে উপবেশন করিয়া আপন বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটী হস্তলিপি বাহির করিল, আপনি মনে মনে পড়িল, তাহা এইরূপ——

১

উপাড়িনু শতদল পরিমলে সুবাসিত,
তরুণ অরুণ ছটা তাহে যেন সুরঞ্জিত,
দিন গতে দিননাথ,
গেল অস্ত, এল রাত,

শুকাইল সে কমল ছিল যেই সুরভিত—
গেল সে অরুণ আভা গগণেতে নবোদিত।

২

শুষ্ক কমলিনী আমি ভ্রমে পড়ে কেন হায়,
কুমুদিনী ভাবি মরি অবিরত দেখি তায়!
চাঁদের কিরণে কেন,
হাসিবেরে সে প্রসূন,
মূর্খ আমি—কমলিনী চায় যে রে দিবাকর,
কমল তপন ধনে, কুমুদেরি শশধর।

আর নাই—কমলা কবিতার এই কএক পংক্তি প্যারীর টেবিলের ভিতর পাইয়াছে, কমলা মনে মনে বলিল "প্যারি, কি করিব ভাই, যে বিধি বিড়ম্বনে চিরদুঃখী সে কি পরকে সুখী করিতে পারে? যাহার বিপক্ষে সমাজ, আত্মীয়বর্গ অধিক কি ঈশ্বরও খড়্গ হস্ত সে কি অপরের মনস্তুষ্টি করিতে পারে? মনে করিতাম, পিতা তাঁহার সাধের কন্যার হয়ত বিবাহ দিবেন, হয়ত আমার আবার বিধবা মতে বিবাহ হবে, হয়ত আমি যারে চাই তারে পাব, কিন্তু আশা বিফল হ'ল, তৃষ্টাতুরের নয়ন সমীপস্থ জলাশয় মারিচীকায় পরিণত হ'ল। হা ঈশ্বর! তুমি দয়াময় হয়ে তোমার অসংখ্য কন্যার যাতনা সচক্ষে দেখ্‌ছ দেব? নাথ! একবার বঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত

কর,—দেখিবে, আমার মত কত পতিহীনা যুবতী কেঁদে কেঁদে রুদ্ধকণ্ঠ হচ্চে, কত আত্মহত্যা কর্ছে, কত কলঙ্কের ডালা অনন্যোপায় হয়ে মাথায় কর্ছে, কত শত ভ্রূণহত্যা হচ্চে, দয়াময় তোমার দুহিতার নয়নবারি যদি তুমি না মুছাইবে তবে আর কে মুছাইবে? প্যারি, কেন তোমায় ভালবাসিলাম? কেন তোমায় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর্লাম, কেন তোমায় অরাধ্য দেবতা জ্ঞান কর্লাম। কপাল বৈগুণ্যে আমি পুড়্ছিলাম, না হয় আমিই পুড়্তাম, তোমায় কেন পোড়ালাম? তোমায় ভালবাসিলাম, কিন্তু ইহাতে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কোথায়? প্রাণ থাকিতে ত তোমায় হৃদয়ে স্থাপিত করিতে পারিব না। পিতামাতার অনভিমতে তোমায় ত পতিত্বে বরণ কর্তে পার্ব না, তাঁহাদের সরল মনে ক্লেশ দিয়ে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত তোমার হ'তে পার্ব না।"

কমলা নিস্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল, পরে বলিল "প্যারি, যদি এতদূর জানি, যদি হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে বলে ধারণা আছে, তবে তোমায় ভালবাসি কেন? কেন তোমায় না দেখে থাকৃতে পারি না, হা ঈশ্বর, এ অবলাকে আরও যন্ত্রনা দেওয়া কি তোমার অভিপ্রেত? তোমার বাসনা তুমিই জান! আমরা ক্ষুদ্র প্রাণি।"

কমলা অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, এমত সময়ে লতামণ্ডপের ধারে কিসের শব্দ হইল—কমলা চমকিল, দেখিল—প্যারি!

নবম পরিচ্ছেদ।

—০*০—

শপথ।

প্যারী স্থির নয়নে কমলার প্রতি চাহিয়া রহিল। কমলাও একবার প্যারীর বদন প্রতি চাহিল, চারি চক্ষু পরস্পরে মিলিত হইল। বোধ হইল সেই চাহনিতে কত কথা, কত ভাব মাখান রহিয়াছে। কমলা একবার মাত্র প্যারীর দিকে চাহিল, চক্ষু আপনা হইতে নামিয়া পড়িল। সহসা যেন তাহাতে প্রবলবেগে জলোচ্ছাস হইল। জলরাশি গণ্ড বহিয়া ধীরে ধীরে ভূমি চুম্বন করিল। কমলা তাহা গোপন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা হইল না, মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহা শুকাইল না।

কিছুক্ষণ উভয়ে এইরূপ ভাবে রহিল, পরে প্যারী বলিল "কমলা কাঁদ্‌ছ কেন?"

কমলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

প্যারী বলিল "কমলা বল, আমায় পরিতৃপ্ত কর।"

কমলা। ভাই! আমি কেন কাঁদিতেছি শুনিয়া কি সুখী হইবে?

প্যারী। সুখী না হইতে পারি, কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা পাইব।

কমলা। না প্যারি, তোমার শুনিয়া কাজ নাই, তাহার প্রতিকার করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

প্যারী। আমার সাধ্যায়ত্ত নহে কমলা?

কমলা নীরব হইয়া রহিল, প্যারী পুনরপি কহিল "কমলা তোমার চক্ষে জল কেন?

কমলা তথাপি তাহার কোন উত্তর দিল না।

প্যারী। কমলা বলিবে না, তবে একটী কথা বল, কাহার কবিতা পাঠ করিতে ছিলে?

কমলা। তোমার।

প্যারী। তাহাতে এমন কি আছে, যাহাতে তোমার চক্ষে জল আসে।

কমলা। তাহাতে যাহা আছে তাহা এ জগতে আর কোথাও নাই, আমার জ্ঞানেও নাই।

প্যারী। কমলা! তবে কেন বলিলে যে তোমার

ক্লেশের প্রতিকার করা আমার ক্ষমতাধীন নহে?—দেখ কমলা আমার হৃদয়ের প্রতি কোরে দেখ, তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, দেখিবে সেখানে তোমার ছবি ব্যতীত আর কিছুই নাই, দিবানিশি তোমার জন্য যে অসহ্য যাতনা সহ্য করি, তাহা সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন, কেবল তোমার আশায় বুক বাঁধিয়া আমি এ পর্য্যন্ত জীবিত আছি।

কমলা। তবে তুমি ভ্রমে পতিত হইয়াছ।

প্যারী। কেন কমলা?

কমলা। আমি কিরূপে তোমার হইব?

প্যারী। আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তোমায় বিবাহ করিব। সমাজের ভ্রুকুটি পদতলে বিদলিত করিয়া, তোমায় হৃদয়ে স্থাপনা করিয়া প্রাণ জুড়াইব। আমি যত টুকু লেখা পড়া শিখিয়াছি তাহাতে এক প্রকারে তোমার সুখসচ্ছন্দতা সম্পাদন করিতে কখনই অকৃতকার্য্য হইব না।

কমলা। প্যারি! এ কথায় আমি পরিতুষ্ট হইলাম না, আমি সুখসচ্ছন্দতার প্রত্যাশি নহি, আমি তোমার প্রত্যাশি, তোমার ভালবাসার প্রত্যাশি, কিন্তু আমি অন্যায় করিয়াছি, অমৃতের পরিবর্ত্তে হৃদয়ে গরল ধারণ করিয়াছি।

প্যারী। গরল কি কমলা?

কমলা। আশার নিষ্ফলতা।

প্যারী। এখনই আশা নিষ্ফল হইল ?

কমলা। এখনই নয়, কএক দিন হইয়াছে।

প্যারী। কিসে ?

কমলা। পিতা বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক।

প্যারী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

কমলা পুনরপি বলিল "দেখ প্যারি, আমি যে পিতার অমতে তোমায় বিবাহ করিব, তাহা পারিব না, সুতরাং আমাদের মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। প্যারি, তোমায় অনুরোধ করি—তুমি আমার আশায় আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিও না। তুমি বিবাহ করিয়া সুখী হও, তোমার সুখ দেখিয়াও আমি সুখী হইব। ঈশ্বর করুন তোমার সন্তানাদি হউক, আমি তাহাদের লইয়া সকল যন্ত্রনা ভুলিয়া থাকিব। আর আমার উপায় নাই,—প্যারি আমায় ক্ষমা কর। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর।

প্যারীর চক্ষু অশ্রুবিগলিত হইল, চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, হৃদয়ে ভয়ানক ভাব ক্রমান্বয়ে ক্রীড়াপর হইল, প্যারী অনেক কষ্টে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "কমলা ! প্রাণাধিকে কমলা, তোমার আশা ত্যাগ করিব ? এ প্রাণ থাকিতে নহে, কমলা, তুমি

যদি আমায় বিবাহ না করিয়াও সুখে থাকিতে পার তাহা হইলে আমিও পারিব। ”

কমলা। প্যারি, অধীর হইও না, বিবেচনা করিয়া দেখ যে সংসারে আমার অপেক্ষা রূপে গুণে শতাংশে শ্রেষ্ঠা অনেক রমণী আছে. তুমি সেইরূপ একটী রমণীকে বিবাহ কর, তাহাতে কালে তুমি আমায় সম্পূর্ণ ভুলিতে পারিবে, আর আমিও তোমার সুখ দেখিয়া সুখী হইব।

প্যারী দুই হস্তে কমলার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া অস্তগামী সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিল “ কমলা আমি ঐ সূর্য্যদেবের সমক্ষে শপথ করিতেছি, যে যদি কখন বিবাহ করি, তাহা হইলে তোমায় করিব, নতুবা আর কাহার পাণিগ্রহণ করিব না। ”

হরিদাসী ঠিক্ সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইল, সে একটী সুন্দর মালা রচনা করিয়া কমলাকে দেখাইতে আসিতেছিল, সহসা প্যারী ও কমলা উভয়ে করসংলগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান এবং প্যারীকে এইরূপে শপথ করিতে দেখিয়া সেই ফুলের মালাটি তাহাদের হস্তে বাঁধিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিল “ আমিও এক সাক্ষী। ”

প্যারী কিছু অপ্রতিভ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

হরিদাসী আর কোন কথা কহিল না, কমলার বদন

প্রতি চাহিল, দেখিল কমলার সেই সরোজ নয়নদ্বয় আরক্তিম হইয়াছে, বদনখানি শুষ্ক হইয়াছে, কমলার এ অবস্থা দেখিয়া হরিদাসীর চক্ষেও জল আসিল, তাহার সে হাসি যেন কি মোহমন্ত্রবলে কোথায় লুকাইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—o*o—

বিদায়।

ঘনিষ্ঠতায় ভালবাসার মাখামাখি, সে ঘনিষ্ঠতা কমলা ও প্যারীতে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যদিও কমলা তাহার সতীত্বনিধি প্যারীকে দিবে না বলিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ ছিল, তথাপি ভালবাসার কেমন এক স্বভাব যে তাহাকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিত না। কত ছলে কত কৌশলে কত সময়ে প্যারীকে দেখিত, সুধু কমলা নহে, প্যারীও কমলাকে দেখিত। একদিন দুদিন করিয়া সাহস বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কমলা প্রথমতঃ দিনে দুই তিনবার প্যারীকে দেখিতে কেমন এক প্রকার লজ্জা বোধ করিত, কিন্তু এখন সে প্রায়ই তাহার কাছে থাকে। মনুষ্য রীতি নীতি দেখিয়া মানব প্রকৃতি

স্থির করে, সুতরাং কমলা যদিও মনে মনে জানিত যে সে সম্পূর্ণ সাধ্বী, তাহার চরিত্রে কণামাত্র কলঙ্ক স্পর্শে নাই, তথাপি লোকে তাহা বিশ্বাস করিল না, একজন দুজন করিয়া কমলার চরিত্রে সন্দেহ করিতে লাগিল, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল।

একদিন কমলার মাতা কমলাকে বলিলেন " মা তুমিত আর ছোটটী নাই, প্যারীও বালক নয়, এখন দিন রাত একত্রে বেড়ালে লোকে নিন্দে কর্‌বে।

কমলা বুঝিল,—দুই একদিন ঘনিষ্ঠতা কমাইল, কিন্তু সামান্য স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয়, প্রবলবেগ হয় না, সুতরাং আবার সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা অপ্রতিহত ভাবে চলিল। কমলার মাতা বুঝিলেন গতিক মন্দ, অধিক বলিতে সাহস হইল না, মনে গোপন করিলেন। শ্যামমোহিনী গোপন করিতে পারেন, হরিদাসী পারে, কিন্তু গ্রামের রামী, শ্যামী শুনিবে কেন, তাহারা পথে ঘাটে মিটিং আরম্ভ করিল, কত বক্তৃতা হয়, কত কি হয় কিন্তু উপসংহারে পরস্পরে বলে " পরের কথায় আমাদের কাজ কি বল। " এইরূপে দিনে দিনে জনরব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমশঃ কমলার পিতার কাণে একটু আভাস গেল, তিনি প্যারীকে অপরের উদ্দেশে নানা কথা বলি-লেন, কিন্তু প্রণয়ের জ্বলন্ত বহ্নি কি সহজে নির্ব্বাপিত

হয়? কবি বলেন পাগল ও প্রণয়ী এক, সুতরাং সে কথা প্যারীর মনে দুই এক দিন রহিল মাত্র, পরে উত্তেজনার প্রবল স্রোতে তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল। সে মানসিক উত্তেজনার নিকট, বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, উপকার, তিরস্কার প্রভৃতি সমস্তই অবনত শিরে হারি মানিল।

ক্রমশঃ রামধন কমলাকেও অপর উদ্দেশে তিরস্কার করিলেন, পরে তাহাকেই নানাপ্রকার তিরস্কার আরম্ভ করিলেন, ভয় প্রদর্শনও হইতে লাগিল। কমলার অশ্রুস্রোতের বেগ, বলা বাহুল্য যে আরও প্রবল হইল। কমলা প্যারীর নিকট আর সেরূপ সতত যায় না, কিন্তু মন ভুলিল না, হৃদয়ের পূর্ব্ব-যাতনা ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিল, আমাদের সাধের কমল দিন দিন শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল।

মনুষ্যের সকল প্রকার ব্যাধি অপেক্ষা মানসিক ব্যাধি প্রবল ও উৎকট, আজি কমলার সেই মানসিক ব্যাধি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। কমলা দিনে দিনে শীর্ণ বিবর্ণ ও বিষণ্ণ হইতে লাগিল, আহার নিদ্রায় বিতৃষ্ণা জন্মিল, নয়নবারিই কমলার একমাত্র সহায় ও সম্বল হইয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০×০—

দুঃখের উপর দুঃখ।

দুর্ভাগ্য কখন একা আইসে না, সুতরাং কমলার ইহাতেই সকল যন্ত্রনার নিবৃত্তি হইল না, ভাবিয়া ভাবিয়া কমলার উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইল। দিনে দিনে কমলার উদর বৃদ্ধি হইল, গর্ভের অনেক লক্ষণ প্রত্যক্ষিভূত হইল। শ্যামমোহিনীর বদন শুষ্ক হইল, রামধনের মস্তক হেঁট হইল। রামধন প্যারীকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, গ্রামস্থ সকলেও তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতে ক্রটী করিল না। প্যারী কাহারও কোন কথার উত্তর দিল না, আকুল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী হইতে বহির্গত হইল, বিদায় কালে কমলার সেই কমলবদন আর দেখিতে পাইল না, ইহাই তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ। এতদিন রামধনের গৃহে প্রতিপালিত হইয়া যে তাহা ত্যাগ করিতে হইল, সে দুঃখ তাহার হৃদয়ে তৎকালে স্থান পাইল না।

কমলার দুঃখের ইয়ত্ত্বা নাই, একে প্রাণাধিক প্যারীর অদর্শনজনিত দুর্দ্দম যাতনা অহরহ সহ্যকরিতে হইবে,—

তাহাতে নিদারুণ লোকাপবাদ। কোথায় আসক্তি, কোথায় মিলন, তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু লোকে বলিতেছে কমলা অবৈধ প্রণয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া গর্ভিনী হইয়াছে, কমলা যে ব্যাধিগ্রস্থা তাহা কে বিশ্বাস করিবে? অধিক কি মনে মনে শ্যামমোহিনীও বিশ্বাস করেন না।

একদিন শ্যামমোহিনী ও কমলা উভয়ে নির্জ্জনে বসিয়া আছেন। শ্যামমোহিনী অনেকক্ষণ স্থির নয়নে কমলার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "কমলা, কি কর্‌লি মা?"

কমলা স্তম্ভিত ভাবে কহিল "কেন, কি করেছি মা!"

শ্যামমোহিনী। আমার কাছে লুকুলে আর কি হ'বে কমলা!

তখন কমলা শ্যামমোহিনীর চরণ ধরিয়া বলিল "মা! তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি, আমি কোন দুষ্কর্ম্ম করিনাই, আমি গর্ভবতী নহি, ইহা আমার এক ব্যাধি। মা, দুমাস চারমাস পরে লোকে ইহা প্রত্যয় করিবে তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই, তুমি এখন ইহাতে বিশ্বাস কর, তুমি না বিশ্বাস করিলে আর কে করিবে মা? এ লোকাপবাদ কিসে ঢাকিবে মা? আমি কেন জন্মিয়া-

ছিলাম, সুখ কি তাহা জানি না, কিন্তু মা এ হতভাগিনীর কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত যাতনা, দেখ!

শ্যামমোহিনী তাহার কোন প্রতিউত্তর না দিয়া সজল নয়নে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, কমলা তথায় অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে হারাণী নাপিতানী আসিয়া উপস্থিত। কমলা তাহাকে ঠাকুরণ্ দিদি বলিত, সুতরাং সে আসিয়াই বলিল "কি লো নাত্নি শুন্‌চি কি?"

কমলা দুঃখের সহিত বলিল "যা শুন্‌চো তাই শুন্‌চো;"

নাপিতানী। তার ভয়কি, একি কেউ টের পাবে।

কমলা। কি টের পাবে?

নাপিতানী। যা হয়েছে!

কমলার বড় দুঃখ হইল, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নাপিতানী। আমি শুনেছি বলে লজ্জায় কাঁদছিস্, তা আমাকে লজ্জা কি? বল্‌তে গেলে কিছু থাকেনা, কত লোকের কত হ'ল, তা আমি থাকৃতে কি আর কেউ টের পায়! তা তুই যেমন পাগ্‌লী আমায় আগে বল্‌তে নেই,—কাল বিকাল আস্‌বো সব ঠিক্ হয়ে যাবে। চুপকর্ কাঁদিস্‌নে।

কমলা সরোদনে বলিল "ঠাকরণ্ দিদি! আমার কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিস্‌নে, একে বিধাতার ইচ্ছায় বাল বিধবা, তায় তোরা আপনার লোক হয়ে কোথায় দুঃখ প্রকাশ কর্‌বি, না বিদ্রূপ কর্‌ছিস্। নাপিত দিদি, তোর পায়ে পড়ি আমায় ওসব কথা বলিস্ না, ঈশ্বর না করুন, আমার গর্ভ হ'লে তোমায় ডাকুব কেন, তোমার সহায়তা লব কেন? ভ্রূণ হত্যা! প্রাণ চম্‌কে উঠে,—তোমায় পূর্ব্বে ভাল মানুষ বলে জান্‌তাম, এখন ঘোর নারীরূপিণী রাক্ষসী বলে জান্‌লাম। নাপিতদিদি এই যে সামান্য অর্থলোভে শত শত ভ্রূণহত্যার কারণ হও, তা একবারও কি মনে হয় না যে মর্‌তে হবে, ঈশ্বরের কাছে জবাব্ দিতে হবে। নাপিত দিদি, তোমার পায়ে পড়ি আমার সুমুখ থেকে যাও, তোমার মুখ দেখে আমার রাগ হচ্চে।

নাপিতানী তখন রোষপরবশ হইয়া বলিল "আঁ্যা, তোর যা মুখে এল তাই বল্‌লি, লেখা পড়া শিখে ধিঙ্গি হয়েছিস্ নাকি? এর বেলা লেখা পড়া নেই, এই হারাণীর পায় পড়্‌তেই হবে, আমি কার্ কি করেছি লা, কার উপকার বই অনুপকার করেছি? তোর মা কত বলেছিল তাই ভাবলুম্ মরুগ্যে একটা ঘর যায়, না হয় একটু উপকার করি, ওমা তায় এত কথা, এই চল্‌লাম।"

কমলা বিস্মিত হইয়া বলিল “ মা বলেছেন ! ”

নাপিতানী কমলার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল “ কেউ বলেনি ত আমি আপনি এসেছি, কদিন ঢাকুতে পারিস্ ঢাক্ । ”

এই কথা বলিয়া নাপিতানী সেখান হইতে প্রস্থান করিল। বলা বাহুল্য যে নাপিতানী পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইল তাহারই কাছে কমলার নানা প্রকার নিন্দা এবং গর্ব্বের সত্যতা সম্বন্ধে নানা প্রকার অমোঘ কারণ নির্দ্দেশ করিল। “ একে চায় আরে পায় ” যে শুনিল সে আর মুচ্‌কি হাসিয়া কমলার প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে ক্রুটী করিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

———:÷:———

অনুশোচনা।

আজি কমলার দিন আর যায় না, কমলার জন্য শ্যামমোহিনীর মুখ দেখাইবার উপায় নাই, রামধনের হেঁটমুণ্ড। গ্রামস্থ লোকেরা চক্র করিতেছে, কমলা রামধনের গৃহে থাকিলে আর কেহ তাঁহাকে লইয়া চলিবে

না, আজি রামধনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রামধন গৃহের নিভৃত কোনে বসিয়া ভাবিতেছেন "হায় কেন তখন আমার বন্ধুর কথামত কমলার বিবাহ দি নাই, তাহা হইলে পিতার উপযুক্ত কার্য্যও হইত, আর এরূপে অপদস্থ হইতেও হইত না। বিবাহ না দিয়াও সমাজ হইতে বিচ্যুত হইতে হইতেছে, না হয় কমলার বিবাহ দিয়া, কমলার চক্ষের জল মুছিয়া সমাজ ত্যাগ করিতাম। সমাজই বা ত্যাগ করিতে হইত কেন, আমি বিবাহ দিলে আরও অপরে বিবাহ দিত, কালে তাহাদিগকে লইয়া নূতন সমাজ সৃষ্ট হইত, আমি নূতন সমাজ পাইয়া আবার সুখী হইতাম, কিন্তু আমি ঘোর মূর্খ, ঘোর নারকী, জগদীশ্বর অন্ধতার শাস্তি দিতেছেন, আমার স্বার্থপরতার দণ্ড দিতেছেন। আমি আমার একমাত্র কন্যা, সাধের কমলার বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার বিবাহ না দিয়া তাহার মর্ম্মে গুরুতর আঘাত দিয়াছি, তাহাকে দিবানিশি কাঁদাইয়াছি, ঈশ্বর, সেই সর্ব্বশক্তিমান পরদুঃখ কাতর ঈশ্বর কেন তাহা সহ্য করিবেন, তিনি আজি তাহার প্রতিশোধ দিতে ক্ষিপ্রহস্ত। এখন আমার উপায় কি? আজি সমাজ ত্যাগ করিব, না আমার প্রাণের দুহিতা কমলাকে ত্যাগ করিব? আহা ইতর প্রাণীরাও যত্নসহকারে তাহাদের সন্তান সন্ততীকে

প্রতিপালন করে, হায় আমি কি মনুষ্য হইয়া পশু অপেক্ষা হীনতর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব ? আমার কমলাই ত সংসার, কমলার জন্যই ত সংসার, তবে কমলাকে ত্যাগ করিব কেন ? মা কমলা ! আমি অম্লানবদনে সমাজ ত্যাগ করিব, তথাপি তোমায় ত্যাগ করিব না, তোমায় ত্যাগ করিলে আমি একদণ্ডও বাঁচিব না।”

বৃদ্ধের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল, রামধন চক্ষু মুছিয়া অনেকক্ষন কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন, “যদি কন্যার জন্য সমাজ ত্যাগ না করি তাহা হইলে লোকে আমায় কাপুরুষ বলিবে, সকলে আমায় ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিবে। কমলা তুই আমার কন্যা হইয়া আমার এ সকল দুঃখ বুঝিলিনা, বৃদ্ধ পিতাকে কি এত ক্লেশ দিতে হয়, পাষাণি ! আমি যে তোয় প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতাম এইকি তার প্রতিফল দিলি, আমি যে আমার বন্ধুর সাক্ষাতে দর্পকরিয়া বলিয়া ছিলাম যে কমলা ব্রাহ্মণ কন্যা তাহার বিধবা বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন। কমলা এই কি তাহার প্রতিফল, আমি কি করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাইব ? জগদীশ্বর ! দয়াময় ঈশ্বর ! আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও।—দেব ! আমার মৃত্যু হউক, এ সমস্ত যন্ত্রণা ঘৃণা হইতে এ জন্মের মত অব্যাহতি পাই।”

রামধন আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এমত সময়ে তথায় শ্যামমোহিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রামধন ও শ্যামমোহিনী।

শ্যামমোহিনী রামধনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, কিন্তু রামধন ঘোর অন্যমনস্ক থাকায় তখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, ক্ষণেক পরে শ্যামমোহিনী বলিলেন "এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে ?"

রামধন চমকিয়া উঠিলেন, চক্ষু মুছিয়া দেখিলেন শ্যামমোহিনী ; বলিলেন "না—কাঁদি নাই।"

শ্যাম। কাঁদ আর না কাঁদ উপায় ত নাই, তখন তোমায় এক-শ বার বলেছি যে কমলার বিবাহ দাও, তার দোষ কি, কচি মেয়ে স্বামী কি তা জান্‌লে না, এ সোমত্ত বয়সে সব্বাই ভাল থাকে! তোমায় কতবার বলেছি যে কমলার প্যারীর সঙ্গে বিবাহ দাও, তা তখন্ বল্‌লেন "লোকে নিন্দে কর্‌বে ?" এখন লোকে নিন্দে কর্‌ছে

না, যাওনা লোকের মুখে সরা চাপা দাওগে! আপনার হয় ত টের পাও, সে লজ্জায় বল্‌তে জানেনা তাই দোষ, বেশ করেছে প্যারিকে ভালবেসেছে, তার হবে কি, আমি কি মেয়ে ছাড়্‌ব নাকি?

রাম। এখন কি করা যাবে?

শ্যাম। কি কর্‌তে হবে তুমিই জান, আমার কথা শুন্‌তে ত যা কর্‌বার করা যেত। ওমা, পাঁচটা নয় সাতটা নয় একটী মেয়ে, তা বাপ হয়ে তাকে সুখী কর্‌তে পার্‌লে না? ধিক্‌ তোমায়!

রাম। এখন কি হবে?

শ্যাম। এক ঘরে হ'তে হবে আর হবে কি!

রাম। তাই বা কি করে হই।

শ্যাম। ইস্‌—কি করে হও তা বোঝা যাবে।

রাম। গর্ব্ভটা কি সত্য?

শ্যাম। পোড়াকপাল্‌, গর্ব্ভ কেন হবে।

রাম। তবে ভয় কি?

শ্যাম। কে বিশ্বাস কর্‌বে যে গর্ব্ভ মিথ্যা।

রাম। কেন—সকলকে বলা যাগ যে তোমরা আর দিন কতক দেখ, যদি সত্যই গর্ব্ভ হয় তা হলে কমলাকে ত্যাগ কর্‌ব।

শ্যাম। তা ত শুন্‌লে আর কি।

রাম। কেন শুন্‌বে না, এই বিপদ যদি তাদের কার হ'ত, তা হলে কি আমি শুন্‌তাম না ?

শ্যাম। হ্যাঁ, তোমরা শোন্‌বার লোক্‌ই বটে, যখন গার ঠেকে সেই তখন বলে, একবার গলাথেকে কাঁটা নাব্‌লে ত আর মনে থাকে না ; সেবারে রায়েদের গোলাপীর বেলায় তুমিও কেমন লোক্‌ তা সকলে জেনেছে।

রামধন আর তাহাতে কোন প্রতি-উত্তর দিলেন না, অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলেন, শ্যামমোহিনী রাগভরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধান্ত।

সুদিন, দুর্দ্দিন কখন কাহার জন্য চিরকাল তরে আইসে না, সুতরাং কমলার সে ভয়ঙ্কর দিনও একদিন দুদিন করিয়া অতীত হইতে লাগিল। কিন্তু গ্রামে ভয়ানক গোল-যোগ হইতেছে, সকলে রামধনকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেছে। রামধন বুঝিলেন কমলা গর্ভবতী নহে, শ্যাম-

মোহিনী বুঝিলেন কমলার গর্ভ হয় নাই, কিন্তু লোকে তাহা বিশ্বাস করিল না।

ঈশ্বরেচ্ছায় কমলার ব্যাধি কমিতে লাগিল, গর্ভলক্ষণের ন্যায় যে সকল বাহ্যিক চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, তাহা তিরোধান হইল। রামধন সকলকে বলিলেন "দেখ কমলার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে" লোকে উপহাস করিয়া কহিল "হারাণী বৈদ্য থাকিতে পীড়া আরোগ্যের ভাব্‌না কি ?" রামধনের মস্তক হেঁট হইল, সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া কত বিদ্রূপ আরম্ভ করিল, কেহবা বলিল "এই সময় পুলিসে সংবাদ দাও" ইত্যাদি।

রামধনকে কেহ আর হুঁকা দেয় না, কেহ নিমন্ত্রণ করে না। রামধন প্রতিবৎসর মহামায়ার পূজা করিতেন, এ বৎসর সমস্ত আয়োজন হইল। কিন্তু পুরহিত পূজা করিল না, ক্রমে নাপিত ধোপা পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। রামধন অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। শ্যামমোহিনীকে মনের কথা বলিলেন, শ্যামমোহিনী কমলার জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে রামধন কমলাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা কমলা, তোমার জন্য আমার মুখ দেখান ভার, সমাজ চক্রে পড়ে আমায় একঘরে হ'তে হচ্চে, আর সহ্য হয় না। মা তুমি অন্য কোথাও বাস করগে, আমি

মাসে মাসে তোমার ভরণপোষণের সমস্ত খরচ পত্র দিব।”

তখন কমলার সেই কমল বদন শুকাইল। কমলা রামধনের চরণপ্রান্তে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। বলিল “বাবা তোমার পায় ধরে বল্‌ছি আমায় ত্যাগ করোনা, এ সংসারে আমার আর কেউ নাই, আমার দাঁড়াবার স্থান নাই, আমায় নিরপরাধে এরূপ ঘোরতর শাস্তি দিও না। কোথায় কোন বিপদে পতিত হ’লে তোমার চরণ তলে আশ্রয় পাব, সহায়তা পাব, না নিরপরাধে তুমি পিতা হ’য়ে আমায় ত্যাগ কর্‌তে উদ্যত! বাবা! আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমায় নির্ব্বাসনের কঠোর আজ্ঞা দিচ্চ!”

কমলা কাঁদিতে লাগিল। চক্ষুজলে হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

রামধন। কি কর্‌ব মা, লোকগঞ্জনা যে আর সহ্য হয় না।

কমলা। বাবা তোমার যদি এই বিচার হয় তবে আমি কোথায় যাব বল! আমার যে কোথাও যাবার স্থান নাই তা কি তুমি জাননা!

রামধন। সে জন্য তোমাকে চিন্তা কর্‌তে হবে না, আমি তার উপায় করে দেব।

কমলা। আমি যে তোমাদের না দেখে একদণ্ড থাকৃতে পারি না, আমি তা হ'লে কি করে বাঁচ্ব বাবা ?

রামধন। দিন কতক কষ্ট কর্তে হবে মা।

তখন অনাথিনী কমলা মনে মনে বলিল "জগদীশ্বর তুমি না দয়াময়, অবলা অসহায়া বালিকার প্রতি তোমার এত অত্যাচার ? প্যারীকে মনে মনে পবিত্ররূপে ভালবাসিতাম তাহার কি এই প্রতিফল !" কমলার কণ্ঠরুদ্ধ হইল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, জ্ঞান অপনোদন হইল। শ্যামমোহিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সেই মর্ম্মভেদি চীৎকার শুনিয়া গ্রামস্থ দুই একজন স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলার প্রিয়সখী হরিদাসীও আসিল, হরিদাসী কমলার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া সরোদনে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রমণীর প্রাণ।

অনেক সেবা শুশ্রূষার পর কমলার চৈতন্য হইল। কমলা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল হরিদাসীর ক্রোড়ে শায়িতা রহিয়াছে। কমলা অনেক ক্ষণ হরিদাসীর মুখ প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। হরিদাসীর চক্ষে জল আসিল, কমলাও কাঁদিল।

হরিদাসী কমলার চক্ষু মুছাইয়া কহিল "কাঁদ কেন সই?"

কমলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতেই লাগিল। কমলার বাঙ্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, একমাত্র ক্রন্দনই তাহার মনের ভাব সম্যক প্রকারে প্রকাশ করিল। সেই দীন নয়নের সকরুণ ক্রন্দনে কমলা যে ভাব প্রকাশ করিল, সে ভাব সহস্র বাক্যেও প্রকাশ পায়না।

হরিদাসী বলিল "ভয় কি সই, তুমি আমার বাটীতে থাকিবে চল।"

কমলা অনিমেষ নয়নে হরিদাসীর বদন প্রতি চাহিল, কোন কথা কহিল না।

রামধন ও শ্যামমোনী হরিদাসীর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন এখন কমলা আপাততঃ হরিদাসীর বাটীতে থাকুক, পরে এ হুলস্থূল কিছু কমিলে আবার বাটীতে আনিব। এই পরামর্শই স্থির হইল, কমলা হরিদাসীর গৃহে গেল। কমলা সহসা সৌভাগ্যের ক্ষণিক বিকাশে যে সুখী হইল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজের ভ্রূকুটি সহজ নহে, বঙ্গের মূঢ় সমাজের কঠোর চক্ষে বালিকার করুণ উচ্ছ্বাসে জল আইসে না। বিধবার আর্ত্তনাদে ভ্রূক্ষেপ করেনা। সুতরাং উহার হৃদয় গলিল না। গ্রামস্থ লোকের চক্ষু টাটাইল, তাহারা অনাথিনী কমলার সুখে মর্ম্মভেদী দুঃখ পাইল। ক্রমে কুচক্রের বিভিষিকাময় পাশ সৃষ্ট হইল। তাহারা হরিদাসীর মাতাকে বলিল "হয় তোমরা কমলাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও, নতুবা আমরা তোমায় একঘরে করিব।" হরিদাসীর মাতা বিষম বিপদগ্রস্থ হইলেন, ভাবিলেন "যাহাকে তাহার পিতা মাতা স্বগৃহে রাখিতে পারিল না, তাহাকে আমি রাখি কেন।"

হরিদাসীকে বলিলেন "কমলাকে আপন পথ দেখিতে বল, আমরা তাহাকে গৃহে রাখিয়া দোষের ভাগী হই কেন?"

হরিদাসী কিছুতেই সম্মত হইল না, অঝোরে কাঁদিতে

লাগিল, বলিল "সইকে আমি ফেলিতে পারিব না, যদ্যপি সইকে গৃহে না রাখ তাহা হইলে আমিও গৃহে থাকিব না, সইএর যে দশা আমারও সেই দশা হইবে।

কমলা এই কথা শুনিয়া হরিদাসীকে বলিল "ভাই আমার জন্য কেন তুমি লোক গঞ্জনা সহ্য কর। ঈশ্বর যাহার প্রতি বিমুখ মনুষ্য তাহার কি করিতে পারে?"

হরিদাসী তাহা শুনিল না, কমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কমলাও কাঁদিল। দুজনে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, একটী কোমল হৃদয়ের আঘাত আর একটীতে প্রতিঘাত হইল, একটী তরঙ্গ আর একটীতে সজোরে আসিয়া মিলিত হইল, দুইটীই উছলিল।

আমরা বলি হরিদাসি! তোমার হৃদয়েই বন্ধুত্বের বিমল জ্যোতিঃ ছিল, ধন্য রমণী, ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য তোমার সৌহার্দ্দ!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

আশার শেষ।

হরিদাসী কমলাকে স্বগৃহে রাখিতে অনেক চেষ্টা অনেক যত্ন করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, গ্রামস্থ লোকে তাহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, সুতরাং মাতৃগঞ্জনায় হরিদাসীর সংকল্প পূর্ণ হইল না। আমাদের দুঃখিনী কমলা বাতাহত তরণীর ন্যায় অকুল দুঃখ-সাগরে ভাসিতেছিল, অনুকূল স্রোতে কিয়ৎক্ষণের জন্য কুল পাইয়াছিল, আবার প্রতিকূল স্রোতে তরি ভাসিল, সে আশ্রয় শূন্য হইল। একমাত্র আশ্রয় স্থান হরিদাসীর বাটী তাহাও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল,—আশা-গগনে যে ক্ষুদ্র নক্ষত্রটী ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল তাহাও ডুবিল !

যাহাই হউক হরিদাসী কমলাকে যদিও আপন গৃহ হইতে অনন্যোপায় হইয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল বটে, তথাপি একেবারে ত্যাগ করিল না, হরিদাসীর পিতার দূরসম্পর্কীয় জনৈক বৃদ্ধা গ্রামের প্রান্ত সীমায় একটী সামান্য বাটীতে বাস করিতেন। হরিদাসী কমলাকে

সেই বৃদ্ধার আশ্রয়ে রাখিতে স্থির করিল। কমলা অগত্যা তথায় বাস করিতে গেল, হরিদাসীর একটী বিশ্বাসী বৃদ্ধা পরিচারিকা কমলার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইল। হরিদাসী সর্ব্বদা কমলার নিকট যাইত, কত প্রকার সুমধুর বাক্যে আশা দিত। কত প্রকারে সান্ত্বনা করিত।

কমলার নিরাশ হৃদয়ে আবার একটু আশার উদ্রেক হইল। গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে কমলার ইচ্ছা ছিল না, যেখানে আজন্ম কাল বাস করিতেছে সে স্থানের মায়া পরিত্যাগ করা বড় সহজ নহে। গ্রামস্থ অনেক স্ত্রীলোক যাইয়া কমলাকে সান্ত্বনা করে। কমলা তাহাদিগকে দেখিয়াও যেন কত সুখানুভব করে। তাহাদেরই কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃকই যে অবলা সরলা নিরপরাধিনী কমলার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত, তাহা সে তখন বিস্মৃত হয়। এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও গ্রামে বাস করিতে পাইলে পিতামাতাকে দেখিতে পাইবে, পরিচিতা রমণীগণকে দেখিতে পাইবে ইহাই এখন কমলার আনন্দ ও আশা, কিন্তু যখন সমাজের কুচক্রে মনে হয়, যখন তাহাদের অত্যাচার তাহার মনে পড়ে তখন আতঙ্কে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। বিদেশে অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের সহবাসে কি করিয়া বাস করিতে হয়, তাহা সে জানিত না, কখন যে এরূপ অবস্থায় পতিত

হইতে হইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। দেশের, স্বগ্রামের লোক, যাহাদের সহিত শৈশবাবধি কত সহানুভূতি তাহারাই যখন এত অত্যাচার করিতে উদ্যত, তখন বিদেশে অপরিচিত লোক যে কত অত্যাচারই করিবে, তাহা স্মরণ করিয়া কমলার প্রাণ চমকিয়া উঠিত।

কমলা যখনই একাকিনী থাকিত, তখনই আকুল নয়নে কাঁদিত। প্যারীর জন্য হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত, যে প্যারীকে অবিরত দেখিয়াও হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত না, আজি আর সে প্যারীর সাক্ষাৎ নাই, আর কখন সাক্ষাৎ হইবে কিনা তাহাও সন্দেহ। কমলা এত দুরবস্থাপন্ন হইয়াও যখন প্যারীর বদন মাধুরী হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিত, তখন সে এই ক্রুর জড়জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইত, সমাজের নিষ্ঠুরতা ভুলিয়া যাইত। তখন তাহার হৃদয়ের দারুণ বেগ প্রশমিত হইয়া শান্তি ও সন্তোষের আলয় হইত।

কমলা প্যারীকে এক প্রাণে ভালবাসিত, সে ভালবাসার বিমল জ্যোতিঃ কমলার মনকে উন্মত্ত করিয়াছিল, এবং যতই প্যারীর প্রণয় মূর্ত্তি হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল, ততই প্রাণকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

কমলা এত ভালবাসিয়াও প্যারীকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই, মনে মনে ভালবাসিত, প্রাণে প্রাণে

পূজা করিত, একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইত, তথাপি প্যারীকে আপন সতীত্ব সমর্পণ করিতে পারিল না, ধর্ম্ম ভয়ের প্রবল স্রোতে ভালবাসা ভাসিয়া গেল। ভারত! তুমি এত দুরবস্থা-পন্ন হইয়াছ, তোমার জীবনের সমস্ত সুখের কথা, সুখের দিন বিস্মৃত হইয়াছ। এ দুঃখের দিনে, এ জীবন্ত অবসাদের দিনে, তোমার আর শ্লাঘা বা দম্ভ করিবার কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বর দয়া করিয়া একটীমাত্র রত্ন রাখিয়াছেন, তাহা ভারতীয় রমণীগণের সতীত্ব। ভারত! হতভাগ্য ভারত! তোমার কাপুরুষ সন্তানগণ তোমার শুভ্রবদনে কালিমা অর্পণ করিয়াছে, কিন্তু তোমার কন্যাগণ এখনও তোমার উজ্জ্বল মুখে কালিমা প্রদান করে নাই। এখনও তাহাদের সতীত্ব রত্ন তোমায় দেশপূজ্য করিতেছে। রমণীগণ! ধন্য তোমাদের অধ্যবসায়, ধন্য তোমাদের যত্ন, ধন্য তোমাদের ধর্ম্মভয়! তোমারই বাঙ্গালির তাপদগ্ধ সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিনী দেবী!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—— ঃ০ঃ ——

প্রবাস।

যখন মনুষ্যের দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, তখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে, যাহাদের আমরা পরম আত্মীয় বলিয়া মনে করি, তাঁহারাও আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ান। সুখের বস্তু সে সময়ে সুখদানে সমর্থ হয় না, সকলই দুঃখময়, জগৎ শূন্যময়, যে দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দুঃখের বিভিষিকাময় ছবি আমাদের হৃদয়কে অবসাদিত করে। সুখ, তুমি তখন আমাদের নৈকট্য ত্যাগ কর। দুঃখ, আমাদের অযাচিত সঙ্গী হও। মন অবিরত দুঃখের ঘনঘটায় আচ্ছাদিত থাকে, কোন রকমেই সুখ পাই না। আমাদের দুঃখিনী কমলার এই দ্বিতীয় নির্ব্বাসনেও দুঃখের ভীষণ স্রোতের গতির শেষ হইল না, তাহার দুঃখের আরও বৃদ্ধি হইল। যাঁহারা মহানগরী কলিকাতায় বাস করেন, হয় ত তাঁহারা পল্লীগ্রামের দলাদলীর ভয়ানক কথার বিষর স্বপনেও জানেন না। অদ্যাপিও পল্লিগ্রাম সমূহ হইতে যে বহুবিধ অত্যাচার হইতেছে, ইহা তাঁহারা অবগত নহেন। এখনও এরূপ অনেক

পল্লিগ্রাম আছে যেস্থানের লোকেরা মনে করিলে অনায়াসে দল বদ্ধ হইয়া এক জনার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে। অভাগিনী কমলার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। পিতা মাতার সহবাস, সেই শৈশব কালের পিত্রালয়, যাহা সে অমরাবতী বলিয়া জানিত, তাহা এক্ষণে অনেচ্ছায় সমাজের দৃঢ় শাসনে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। গ্রামের এক প্রান্তভাগে, অতি দুঃখে দিনাতিপাত করিতেছিল, ইহাতেও লোকে বাদ সাধিতে উদ্যুক্ত হইল। গ্রামস্থ প্রতিবাসিনীরা কমলার দুঃখে সহানুভূতি বা দুঃখ প্রকাশ করিতে মধ্যে মধ্যে সে স্থানেও যাইত, সমাজের দিগ্‌গজ পণ্ডিতবরেরা তাহা ভাল বুঝিল না, এ সমস্ত গুরুতর গর্হিত কার্য্য যাহাতে নিবারিত হয় তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল। আপন আপন পরিবারদিগকে নিষেধ করিতে সাহস হইল না, শেষ স্থির হইল, কমলা যাহাতে গ্রামে থাকিতে না পায়, সে থাকিলেই গ্রামস্থ স্ত্রী-লোকেরা তাহার নিকট যাইবে, অসতীর সহবাসে অপরার চরিত্র কলঙ্কিত হইবে,ইহাই সমাজের গূঢ় রহস্য! সুতরাং তাহারা একে একে কমলার প্রতি অন্যায় আচরণ আরম্ভ করিল। কমলা দেখিল নিরুপায়, সকলেই তাহার বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত। অবলা অসহায়া বালিকার আর কে সহায় হইবে? এই অবকাশে বিষাদ তাহার সহিত ঘোরতর

সহচারিত্ব স্থাপনা করিল। কমলার পিতা দেখিলেন মহা-বিপদ, তখন সমাজবন্ধু রামধন স্থির করিলেন কমলা আপাততঃ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে বাস করুক, পরে যে রূপ হয় করা যাইবে। ধন্য রামধন, ধন্য তোমার পিতৃস্নেহ!

অভাগিনী কমলা অনন্যোপায় হইয়া বিদেশে বাস করিতে চলিল। বিলাসপুর হইতে পাঁচ সাত ক্রোশ দূরে দেবানন্দপুর নামে একটী গ্রাম ছিল, তথায় কমলার এক দূর সম্পর্কীয় মাতামহীর বাস, তাঁহার আর কেহই ছিলনা, সুতরাং কমলা সেই খানেই প্রেরিত হইল।

পিতা, মাতা, গ্রাম, বালসখী হরিদাসী ও পরিজনবর্গ ত্যাগ করিতে কমলার যে কত ক্লেশ হইল তাহা সহৃদয় পাঠককে অধিক বলিতে হইবে না। তৎকালে কমলার ক্রন্দন ও বিষাদময়ী মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হয়। আজি রামধনের স্নেহের সর্ব্বস্ব-ধন কোথায় যাইতেছে, তাহার সজল মুখমণ্ডল আর কে মুছাইয়া দিবে? কে তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবে? ভারত! তোমার ঊষার বক্ষে কেন নলিনী বিকাশ হয়? অধম নীতি-শূন্য সমাজ, কে তোমাকে বিজ্ঞ বলে? আর সংসারী, যে অবলার যাতনা বুঝেনা, কে তাহাকে সংসারাশ্রমে থাকিতে বলে?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

কমলা মাতামহীর গৃহে আশ্রয় পাইল। বৃদ্ধা কমলার মধুমাখা কথায় তাহাকে ভালবাসিলেন, তাহাকে আপনার দৌহিত্রীর ন্যায় স্নেহ করিলেন, কিন্তু কমলার হৃদয়ে ভীষণ অগ্নুদ্গম হইতেছিল, তাহা মাতামহীর সামান্য বা অসীম স্নেহ সান্ত্বনা করিতে পারিল না, শুষ্ক তৃণের ন্যায় অনলে তাহা জ্বলিয়া গেল।

কমলার আহারে বিতৃষ্ণা, স্নানে অনিচ্ছা, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু কিছুই ভাল লাগে না। সদাই বিষণ্ণ, সদাই বিমর্ষ। কমলার আর সে অপরূপ রূপলাবণ্য নাই, সুবর্ণপ্রভা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন চাঁদকে রাহু গ্রাস করিয়াছে। কমলা কেবল নীরবে নির্জ্জনে ক্রন্দন করে, আর হৃদয়-বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে।

প্যারীর বিরহ, পিতামাতার অদর্শন জনিত ক্লেশ কমলার অসহ্য হইল, ননীর হৃদয় গলিতে আরম্ভ হইল। দিনে দিনে কমলার দেহ শুষ্ক হইতে লাগিল, হৃদয়

ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। যে ভাঙ্গা বেড়া অতি যত্নে সামান্য উপকরণে আবদ্ধ ছিল, তাহা পুনর্ব্বার ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। যে তৃণখণ্ড উপকূলে বাধিয়াছিল, স্রোত মুখে তাহা আবার ভাসিল। কমলা জীর্ণ, শীর্ণ ও ভয়ানক রোগগ্রস্থা হইল।

দিনে দিনে কমলার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বৃদ্ধা মাতামহী কমলার রোগের বৃদ্ধি ও তাহার শারীরিক অবস্থার দৈনিক অবনতি উপলব্ধি করিয়া তাহার পিতা মাতাকে সংবাদ দিলেন, রামধন ও তাঁহার স্ত্রী যথা সময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামধনের হৃদয় যতই কেন কঠিন হউক না, আজি কমলার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ও বিগলিত হইল। এখন আর কমলার উত্থানশক্তি নাই, কথা কহিতে কষ্ট হয়, জ্বর ত্যাগ হয় না, দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে, ডাক্তার দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও সাহস দেন না। রামধন বিমর্ষ ও স্তম্ভিত। শ্যামমোহিনীর নয়ন হইতে জল আর শুষ্ক হয় না।

সন্ধ্যাকাল, গৃহমধ্যে একটী সামান্য দীপ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। কমলা পালঙ্কে শায়িতা, তাহার শিয়রদেশে শ্যামমোহিনী আসীনা। কমলা রোগের যাতনায় অধীরা,—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল “মা”

শ্যাম। কেন কমলা ?

কমলা কোন কথা কহিল না, শ্যামমোহিনী দেখিলেন কমলার দুই গণ্ড বহিয়া বেগে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। বলিলেন "কমলা! কাঁদ কেন মা ?"

কমলা পুনরপি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "মা"

শ্যাম। বল কমলা, কি বলিতেছিলে বল।

কমলা। আর ত আমার সময় অল্প।

শ্যাম। বালাই, ও কথা কি বল্‌তে আছে।

কমলা। আর কেন মা, আমার অবস্থা দেখে কি বুঝ্‌ছ না ? সে যা হোক এ সময়ে আমার একটী কথা রাখ।

শ্যামমোহিনী শাশ্রুলোচনে বলিলেন "বল"

কমলা মাতার হাতটী ধরিয়া সজলচক্ষে বলিল "মা একবার—" আর কমলার কথা বাহির হইল না, কণ্ঠরুদ্ধ হইল। চক্ষু জলে পূর্ণ হইল।

শ্যামমোহিনী কমলার নয়নজল মুছাইয়া কহিলেন "প্যারীকে দেখিবে ?"

কমলা নিরুত্তর।

শ্যাম। আমি এখনি খপর দিচ্চি।

কমলা। কোথায় ?

শ্যামমোহিনী শঙ্কটে পড়িলেন বলিলেন " সে সংবাদ তোমার পিতা জানেন।

কমলা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল " আর "

শ্যাম। কি মা !

কমলা। হরি আর ভগবতীকে আন্‌তে পাঠাও।

শ্যামমোহিনী কমলার বৃদ্ধা মাতামহীকে কমলার নিকট বাসিতে বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

উণবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ উপায়।

রামধন বহির্ব্বাটিতে বসিয়াছিলেন, শ্যামমোহিনী তাঁহার নিকট গেলেন, রামধন জিজ্ঞাসা করিলেন " কমলা এখন কেমন আছে ? "

শ্যামমোহিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন " সেই রূপ। "

রামধন বিমর্ষ হইলেন, শ্যামমোহিনী জিজ্ঞাসিলেন " ডাক্তারে কি বলিল ? "

রামধন। আশা অতি কম।

শ্যামমোহিনীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, সরোদনে বলিলেন "জগদীশ্বর! এ জগতে এ হতভাগিনীর কমলা ব্যতীত আর কেহই নাই। দয়াময়! অন্ধের যষ্টি আমার সেই সর্ব্বস্ব ধনের কি হবে নাথ? আমি যে কেবল কমলার চাঁদমুখ দেখেই বেঁচে আছি। হা দেশাচার, হা সমাজ, তুই আমার কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি, একজন নিরপরাধী অবলার সকল সুখ নষ্ট কর্‌লি। হা ঈশ্বর! আমার এ মর্ম্মভেদী ক্রন্দন কি তোমার চরণতল স্পর্শ কর্‌বে না? দয়াশূন্য মায়াশূন্য অন্ধ সমাজের কি চেতনা হবে না?"

রামধন বলিলেন "আর কেঁদনা, এখন আর ত উপায় নাই।"

শ্যাম। কেন উপায় নাই, ঈশ্বর করুন আমার কমলা বাঁচুগ, কেন উপায় হবে না।

রাম। সে কথা বল্‌তে।

শ্যাম। এখন এক কাজ কর, কমলা প্যারীকে দেখতে পাগল হয়েছে, যাতে একবার প্যারীকে দেখ্‌তে পায় তা কর, নইলে কমলা আমার বাঁচবে না।

রাম। উপায়?

শ্যাম। আমি মেয়ে মানুষ আমি কি উপায় স্থির কর্‌ব, যাতে ভাল হয় তাই কর।

রাম। প্যারী যে কোথায়, তাত জানিনা, বাবা আমার কমলাকে কত ভালবাসত। প্যারী যে কমলার বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে এতদিন জীবিত আছে তাহারই বা স্থির কি ?

শ্যামমোহিনীর বদন শুষ্ক হইল, বলিলেন "তবে উপায় ?"

রামধন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তাইত।"

শ্যাম। দেখ যতদূর পার, কমলা যে আমার বাঁচ্‌বে সে আশা ত নাই, দেখ যদি এ সময়েও তাকে কতকটা সুখী কর্‌তে পার।

রামধন নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

শ্যামমোহিনী বলিলেন " তবে তুমি ঠাওরাও, আমি কমলার কাছে যাই। "

রাম। আচ্ছা।

শ্যাম। হ্যাঁ আর এক কথা, আমাদের হরিদাসী আর ভগবতীকে আন্‌তে লোক পাঠাও।

রাম। সে বেশি কথা নয়।

শ্যামমোহিনী প্রস্থান করিলেন, রামধন বিমর্ষভাবে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন " হায় আমি কি মুর্খ, আমি সমাজের ভয়ে আমার ইহ জন্মের সকল সুখই নষ্ট

করিলাম। যদি কমলাই না বাঁচে তবে আমার সংসারে কাজ কি? তখন আমি সমাজ লইয়া কি করিব? হায় মা কমলা, যদি ঈশ্বর দিন দেন, যদি তুমি আরোগ্য হও, তবে আমি আবার তোমার পিতার ন্যায় কার্য্য করিব, আমার সকল সাধ পুরাইব, তোমাদিগকে প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আমার জীবন সার্থক করিব, নতুবা এই শেষ। মা কমলা, নিশ্চয় জানিও যে তোমার শেষ দিনই আমার জীবনের শেষ দিন হইবে, এ দারুণ ব্যথা, এ ভয়ঙ্কর অনুশোচনা আর সহ্য করিব না।"

বৃদ্ধ চক্ষের জল মুছিয়া আবার অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, প্যারী চির দিন "সাধারণী" পাঠ করিতে ভালবাসিত, বোধ হয় এখনও পড়ে, অতএব সাধারণীতেই একটী বিজ্ঞাপন দেওয়া যাউক, ঈশ্বর করুন আমার এই শেষ সময়ে আমার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে যেন আমার এ সামান্য আশা ফলবতী হয়।"

বৃদ্ধ তাহাই করিলেন, সাধারণীতে এই বিজ্ঞাপনটী পাঠাইলেন ঃ—

" প্যা—আমার অনুরোধ রাখ, ক—লা মৃতপ্রায়, তোমায় দেখিতে পাগল, দেবনন্দপুরে ক—র মাতামহীর আলয়ে আসিবে। শ্রীরা—ন "

বিশংতি পরিচ্ছেদ।

—০÷০—

হরিদাসী।

হরিদাসীর শ্বশুরালয় চুঁচুড়া। এখন হরিদাসী স্বামী ভবনে। দিবা প্রায় সার্দ্ধ নয় ঘটিকা—পূর্ণ যৌবনা স্বামী-প্রেমমুগ্ধা হরিদাসী দ্বিতলের বাতায়ন পথ দিয়া ভাগিরথীর তরঙ্গ ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমত সময়ে দাসী আসিয়া সেই চারু করতলে "সাধারণী" সমর্পণ করিল।

হরিদাসী সাধারণী পাঠ করিতে ভালবাসিত সুতরাং পত্রিকাখানি হস্তগত হইবামাত্র ঔৎসুক্য সহকারে পাঠ করিতে লাগিল। ক্ষণেক পাঠ করিয়া রামধন প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটী তাহার নয়ন-পথে পতিত হইল। হরিদাসীর মস্তক ঘুরিয়া গেল, শরীর অবসন্ন ও কণ্টকিত হইল। হরিদাসী বিজ্ঞাপনটী একবার দুইবার তিনবার পড়িল, তথাপি যেন চক্ষের ভ্রম ঘুচে না। ক্রমে সেই ইন্দিবর নয়নদ্বয় আসারে পূর্ণ হইল, বলিল " ঈশ্বর! দয়াময়! কমলার কি সকল যন্ত্রনার শেষ এই ভয়ঙ্কর উপায়ে করিতেই স্থির করিয়াছেন? কমলা! প্রাণাধিকা প্রিয়সখী

কমলা! আর কি তোমার সেই সুচারু বদন কমল দেখিব না? আর কি সেই মনোহর বদনের সুধাময়ী বাক্যনিস্রাব কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে না?"

হরিদাসী অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। সেই কমল নয়নযুগল অশ্রুবিমিশ্রনে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যধারণ করিল। এমত সময়ে ভগবতী তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রণয়িনীর চক্ষে জল দেখিয়া যদিও তাঁহার হৃদয় বিকল হইল বটে, তথাপি সে সময়েও তিনি তরুণী প্রণয়িনীর সরোজ-নয়নে, নীরের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। বলিলেন "কি হয়েছে হরি?"

হরিদাসী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সেই বিজ্ঞাপনটী দেখাইল।

ভগবতী স্থিরনেত্রে তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন "উপায়?"

হরিদাসী। উপায় ঈশ্বর।

ভগবতী। দেবানন্দপুর এখান হইতে অধিক দূর নয়, আমি কমলাকে একবার দেখে আসি।

হরিদাসী। সুধু তুমি নয়, আমিও যাব।

ভগবতী। উত্তম।

হরিদাসী। দেখ ভাই, বিজ্ঞাপনটী পড়ে অবধি মন যে কতদূর অস্থির হয়েছে তা বল্‌বার নয়। আমি এই মাত্র

গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গ ক্রীড়া দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, কিন্তু এখন তাহা বিষতুল্য বোধ হচ্চে। তোমার সহাস্য বদন দেখলে আমি জগতের স্থায়িত্ব বিস্মৃত হই, কিন্তু এখন সে বদনও আমায় তত মুগ্ধ কচ্চে না। তোমার অভাবে যেমন কুসুমের সৌরভ মনে ধরিত না, আতর গোলাপ অঙ্গ দগ্ধ করিত, মনুষ্যের মধুর সঙ্গীতে মন ভুলিত না। অনন্ত নীলিমা সম্পন্ন আকাশ পানে চাহিতাম, প্রকৃতি যেন হো হো শব্দে আমায় দেখিয়া হাসিত, সে হাসি আমার হৃদয়ের প্রতি স্তরে প্রতি কোরে প্রতিশব্দিত হইত। একদৃষ্টে একমনে আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের প্রতি চাহিয়া থাকিতাম, মনে হইত আমি যদি তারা হইতাম, তাহা হইলে তুমি যেখানেই থাক, তোমায় দেখিতে পাইতাম। যখন বসন্তের মৃদু অনীল আমার অঙ্গে রঙ্গ সহকারে ক্রীড়া করিত, তখন মনে হইত আমি কেন মলয় সমীরণ হইলাম না, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় সৌরভরাশি বুকে লইয়া বাতায়ন পথে প্রবেশ করিতাম, তোমার শ্রীঅঙ্গে সেই শীতল সৌরভ ঢালিয়া দিতাম, তোমার চঞ্চল নিদ্রা প্রগাঢ় করিতাম। তোমার মিলনে আমার সে সমস্ত আশা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, সে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইয়াছিল। কিন্তু আজি আমার কমলার জন্য কে জানে কেন সেই পূর্ব্বরূপ ভাব

সকল ধীরে ধীরে হৃদয় পথে পুনর্ব্বার উদিত হইল। মনে হইতেছে যদি গগনের পাখি হইতাম, তাহা হইলে ছুটিয়া গিয়া কমলাকে দেখিয়া আসিতাম। যদি আকাশের সূর্য্য হইতাম তাহা হইলে কমলার সেই সরলতাময়ী বদন মাধুরী আমার নয়নপথে পতিত হইত, দেখিয়া আমার হৃদয় তৃপ্ত হইত।

ভগবতী কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধের ন্যায় হরিদাসীর সরল সুন্দর প্রফুল্ল মুখপানে চাহিয়া রহিল। যুবতীর অক্ষয় প্রণয়ের—প্রীতি সাগরের গভীরতার কথা হৃদয়-পটে উদিত হইল, মনে মনে বলিল ইহার কাছে পুরুষের ভালবাসা ছাই! যুবতীর সুললিত বাক্য সুধাপানে ভগবতীর হৃদয় হইতে কিয়ৎক্ষণের জন্য কমলার ছবি অপসৃত হইল। বিমুগ্ধ হৃদয়ে কত যত্নে, কত আদরে, কত সোহাগে, উদ্ভ্রান্ত চিত্তে, অবশ হৃদয়ে প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে সুশীতল চুম্বনে হরিদাসীর মন ভুলাইল।

তখন প্রেমময়ী হরিদাসী কমলা ভুলিল, জগতের স্থায়িত্ব ভুলিল, শিশির-সিক্ত গোলাপের উপর প্রাতঃ-সূর্য্যরশ্মি সম্পাতের ন্যায় যুবতীর সেই গোলাপী অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, সেহাসিতে যেন প্রেমাক্ষরে কত ভাব, কত কথা স্পষ্টরূপে লেখা ছিল—ভগবতী মনে মনে বলিল আর কেন, মোহিনীর মোহন হাসিতে ডুবিয়া মরিলে হয় না?

এমত সময়ে দাসী আসিয়া হরিদাসীর হস্তে একখানি পত্র দিল, হরিদাসী শশব্যস্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িল পত্রখানি এইরূপ ;—

মা হরিদাসী !

কমলার আসন্নকাল উপস্থিত। আমার স্নেহময়ী কমলা হয়ত এইবার সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়া অনন্ত-নাথের অনন্তাশ্রয়ে যাইবে। চেষ্টার ক্রুটী হইতেছে না, কিন্তু এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া দুষ্কর ! কমলার একান্ত ইচ্ছা যে এ অন্তিম সময়ে তুমি ও প্যারী আসিয়া অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর—তোমায় বিশেষ অনুরোধ বৃথা। আমরা আপাততঃ দেবানন্দ-পুরে আছি।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরামধন শর্ম্মা।

হরিদাসী সজলচক্ষে বলিল " ভগবতি ! আর কেন বিলম্ব কর, শেষ কি কমলাকে দেখিতে পাইব না ! "

ভগবতী " আমি এখনি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি " বলিয়া প্রস্থান করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

——০ঃ*ঃ০——

আশার সফলতা।

ভালবাসার যে কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা আছে, তাহা যিনি সরল মনে ভাল বাসিয়াছেন তিনিই জানেন। সেই ভালবাসার মোহিনী মায়ায় হরিদাসীর মন কমলার প্রতি একান্ত আশক্ত। মানবমন শোক, দুঃখ, তাপ সকলই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু যখন প্রণয়ীর দর্শন লালসায় উদ্বিগ্ন হয়, তখন তাহা কিছুতেই নিবারিত হয় না, প্রিয়জন মিলন ব্যতীত তাহার সন্তোষ কিছুতেই হয় না। প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার, বসন্তের হৃদয়হারী মধুময় কুসুম সৌরভ আপ্লুত সমীরণ, কুসুমের বিমলানন্দপ্রদ সুগন্ধি, নির্ম্মল নৈশাকাশের মনোহর সুন্দর শোভা, নিথর জাহ্নবীর নিথর ভাব, অধিক কি পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য্য যদ্যপি একত্রিত করা যায় তথাপি সে তাপিত হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে, সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হয় না, সেই যে এক অভাব তাহা সেই বস্তু ভিন্ন অপর কিছুতেই পূরণ হয় না।

সরলপ্রাণা হরিদাসী কমলা বিহনে জগত সংসার

অন্ধকার দেখিতেছিল, সেই কোমল স্বর্গতুল্য হৃদয়ে একমাত্র কমলার ছবি অধিকার করিয়াছিল। হরিদাসী কমলাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়াছিল। ভগবতী ও হরিদাসী দিবা প্রায় সার্দ্ধ তিন ঘটিকা উত্তীর্ণ হইলে দেবানন্দপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যখন কমলার মাতামহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন কমলা নির্জ্জীববৎ শয্যায় শায়িত রহিয়াছে। হরিদাসী ও ভগবতীকে দেখিয়া কমলার প্রভাহীন বদন কমল যেন অল্প প্রভাসম্পন্ন হইল। কমলা সাহ্লাদে হরিদাসীর হস্তধারণ করিল। হরিদাসী বিস্ময়ান্বিত নয়নে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখিয়া হরিদাসীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

কমলার শয্যাপার্শ্বে শ্যামমোহিনী উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি ভগবতীকে দেখিয়া সরিয়া গেলেন। ভগবতী বলিল "কেমন আছ কমলা ?"

কমলা একটীমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, কোন উত্তর দিল না, চক্ষে জল আসিল। ভগবতী দেখিলেন অবস্থা অতিশয় মন্দ—চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য বহির্ব্বাটীতে রামধনের নিকট গমন করিলেন।

তখন হরিদাসী বলিল "কেমন আছ সই ?"

কমলা। আর কেমন আছি, এখন গেলেই হয়।

হরিদাসী। বালাই ও কথা কি বলিতে আছে।

ঘন মেঘরাশিতে ক্ষণিক চপলা বিকাশের ন্যায় কমলার নিষ্প্রভ বদনে ঈষৎ হাসি প্রতিভাত হইল, বলিল "সই, আমায় বালাই!"

হরিদাসী। কেন তুমি কি? বালাই বলিতে বাধা কি?

কমলা জড়িতস্বরে কহিল "আমি সংসারের কণ্টক—প্রকৃত বালাই।"

হরিদাসী। তুমি সংসারের অমূল্য রত্ন, তোমার মূল্য কে বুঝিবে?

কমলা। সে যা হোক্ সই, আমার আর বাঁচ্‌বার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, তোমায় দেখে প্রাণ শীতল হ'ল, আর এক ইচ্ছা আছে—কিন্তু তা ঈশ্বর সফল কর্‌বেন না।

হরিদাসী। ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই, প্যারী আস্‌বে বই কি।

কমলার চক্ষে জল আসিল, বলিল "তিনি কি আর এ সংবাদ পাবেন?"

হরিদাসী। কেন পাবে না, সাধারণীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

কমলার হৃদয় যেন বসিয়া গেল, বলিল "বিজ্ঞাপন! লোক পাঠান হয় নাই।"

হরিদাসী। প্যারী কোথায় তাহাত কেহ জানেনা।

কমলা। ঈশ্বর আবার আমায় সুখে মর্‌তে দেবেন এও কি তাঁর শাস্ত্রে আছে? সই, প্যারীকে আবার আমি দেখিতে পাব, এও কি তুমি বিশ্বাস কর?

কথা কহিতে কহিতে কমলার মুখভাব যেন সহসা পরিবর্ত্তিত হইল। হরিদাসীর ভয় হইল, বলিল "সই কথা কহিও না, পীড়ার বৃদ্ধি হইবে।"

কমলা। না সই, প্যারীর কথা কহিলে আমার বোধ হয় যেন শরীর হইতে সকল রোগ শোক দূর হইয়াছে।

এমত সময়ে শ্যামমোহিনী আসিলেন। কমলার কথা থামিল। তিনি অনিমেষলোচনে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আশা মিটিল।

কমলার রোগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর কমলার জীবনের আশা নাই। রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া কমলার ধমনীয় গতি-

রোধ হইতেছে,—মৃত্যুর সকল চিহ্ন উপস্থিত।—পিপাসা বড় বলবতী। চক্ষু শ্রী-হীন, ওষ্ঠ শুষ্ক ও বিকৃত। সোনার কমল যেন নিদাঘ রৌদ্রে বিশুষ্ক। শ্যামমোহিনী বিকল হৃদয়ে কমলার শিয়রদেশে উপবিষ্টা, চক্ষু বাহিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ঘন ঘন হৃদয় বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে।

কমলা শয্যায় ছট্ ফট্ করিতেছে। শ্যামমোহিনী কমলাকে বীজন করিতেছেন। কমলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "মা—"

শ্যামমোহিনী সভীত স্বরে বলিলেন "কেন মা ?"

কমলা। আ—

শ্যাম। কমলা ?

কমলা। মা—কি হ'ল

শ্যামমোহিনী বুঝিলেন কমলা প্যারীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, সুতরাং তাহার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "ভয় কি মা।"

কমলা আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে আবার নিদ্রাভিভূত হইল। শ্যামমোহিনী বীজন করিতে করিতে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এমত সময়ে রামধন ও হরিদাসী প্যারীকে সঙ্গে করিয়া

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রামধনের বিজ্ঞাপন দেওয়া সফল হইল।

শ্যামমোহিনীর বদন প্রান্তে আনন্দের অপূর্ব্ব চিহ্ন বিকাশ পাইল। কিন্তু শ্যামমোহিনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না, অথবা আনন্দ প্রকাশের ইহা সময়ও নহে।

শ্যামমোহিনী প্যারীকে বলিলেন "এস বাবা এস, বস।"

প্যারী অবাক্ হইয়া কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কমলার পুনর্ব্বার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। সেই দ্যুতিহীন বদন ঈষৎ প্রতিভাসম্পন্ন হইল। সেই জ্যোতিহীন নয়ন পুনর্ব্বার অল্প জ্যোতিঃ বিশিষ্ট হইল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেন ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিল, কমলা চাহিয়া দেখিল।

কমলা প্যারীকে দেখিল, কিন্তু প্রকৃত প্যারী বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল না। বিস্ফারিত লোচনে প্যারীর দিকে আবার চাহিল, পুনর্ব্বার কমলা নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য রোগ, শোক, যন্ত্রনা বিস্মৃত হইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শ্যামমোহিনী বলিলেন "ষাট্, কেন মা কমলা, অমন কচ্চ কেন?"

কমলা আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, নয়নযুগল হইতে সবেগে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। প্যারী ধীরে কমলার বামহস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন " চুপ কর কাঁদিও না। "

কমলা প্যারীর হস্ত ধারণ করিয়া আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, বোধ হইল যেন কমলার হৃদয়গত যাতনা আর সে খানে থাকিতে অক্ষম, বক্ষবিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতে উদ্যত।

এই সময়ে শ্যামমোহিনী সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, রামধনও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। একমাত্র হরিদাসী কমলার পাদদেশে উপবেশন করিয়াছিল,—তখন কমলা বলিল " জীবন সর্ব্বস্যধন, প্রাণেশ্বর, আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, কিন্তু আজ্ আমার বড় আনন্দ। আজ্ তোমার সেই মুখ, যে মুখ আমার নিদ্রার স্বপ্ন, জাগ্রতের ধ্যান, সেই মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব।"

কমলার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, প্যারী ভীত হইয়া বলিলেন " কমলা "

কমলা চক্ষু সঙ্কোচ করিয়া কহিল " আঁ্যা—, কমলার মস্তক ঢলিয়া পড়িল, বলিল " জল। "

প্যারী কমলার মুখে জল দিলেন, ক্ষণেক পরে কমলা আবার বলিতে লাগিল " এ জীবনে যন্ত্রণার সীমা ছিলনা,

বুঝি ঈশ্বর এতদিনে তাহার শেষ করিলেন। প্যারী, আমি যাই, কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকেন, যদি সতীর সতীত্বের মহিমা থাকে, তবে জন্মান্তরে তুমি আমার হইবে।” কমলা প্যারী হস্তদ্বয় বক্ষে ধারণ করিল।

প্যারী। ওকি কথা কমলা।

কমলা মৃদু হাসিয়া কহিল “কি কথা ভাই, এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কি বাঁচিতে সাধ হয়, তুমি কি বাঁচিতে বল।”

প্যারী কাঁদিতে লাগিলেন। কমলা বলিল “প্যারি আর কেঁদ না—উঃ! জল।” প্যারী জল দিলেন, কমলা জলপান করিয়া আবার বলিল “ঈশ্বরের নিকট অকপট চিত্তে অন্তিমকালে এই প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমায় সুখে রাখেন। আর বলি, দয়াময়! আমার ন্যায় যেন কোন রমণী ক্লেশ ভোগ না করে। যেন নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, অন্ধ সমাজের জ্ঞান হয়, অবলা নিধনের পাপ বুঝে—জল—”

প্যারী আবার জল দিলেন, কমলা জল গলধঃকরণ করিতে পারিল না। চক্ষু স্থির হইয়া আসিল, প্যারী ভীতিবিহ্বল চিত্তে বলিল “কমলা!” কমলার চক্ষু নিমিলিত হইয়া আসিল। প্যারী কমলার সেই তপনতাপ পরিশুষ্ক মৃণালসম দক্ষিণ কর ললাটে রক্ষিত করিয়া,

আবার ডাকিল "কমলা!" কমলার নেত্র ঊর্দ্ধ-দিকাশ্রয় করিল। প্যারী কমলার বক্ষে হস্ত দিলেন, দেখিলেন, বক্ষ স্পন্দহীন। নাসিকা মূলে অঙ্গুলি দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস নাই। দেখিতে দেখিতে কে যেন সেই সোনার অঙ্গে কালিমা ঢালিয়া দিল। প্যারী চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্যামমোহিনী "মা কমলা কি কর্‌লি মা, এ দুঃখিনীকে ফেলে কোথা গেলি মা" বলিয়া আছাড়িয়া ভূমিতলে নিপতিতা হইয়া সংজ্ঞা ভ্রষ্টা হইলেন। প্রেমময়ী হরিদাসী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, অশ্রুধারায় বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। রামধন স্তম্ভিতের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্যারী সোৎসুক নয়নে বিকল হৃদয়ে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মনে করিলেন, কমলার হয়ত মোহ হইয়াছে, এখনি তাহা তিরোহিত হইবে। কিন্তু প্যারীর সে আশা পূরিল না, কমলা জন্মের মত সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল। সেই কনকলতা জন্মের মত শুষ্ক হইল। প্যারীর আশালতা দলিত হইল। রামধন ও শ্যামমোহিনীর ইহজীবনের একটী মাত্র স্নেহাধার জন্মের মত তাঁহাদের স্নেহপাশ উচ্ছেদ করিল। কমলা সমাজের হুহুঙ্কার ও অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তাশ্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিল। দয়াময়! তুমি অবলার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবে কি?

কমলার সজল নয়ন তুমি দয়া করিয়া মুছাইবে কি? যে তাপদগ্ধ হৃদয় পিতা মাতা আত্মীয় পরিজন কেহই সান্ত্বনা করিতে পারে নাই, শান্তিময় তোমার অতুল দয়া বিনা আর কিছুতেই তাহা শান্তিলাভ করিতে পারে না। তোমা বিনা আর কে অবলার নয়নজল মুছাইয়া দিবে, ভারতের চির নিপীড়িতা পরিলাঞ্ছিতা অবলা বিধবাগণের দুঃখে আর কে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে?

সমাপ্ত।